রক্ত-কমল

(নাটক)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

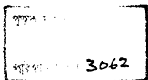
প্রথম অভিনয়—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

আর্য্য সাহিত্য ভবন

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

১৩৩৬

প্রকাশক
শ্রীবারিদকান্তি বসু
আর্য্য সাহিত্য ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



আষাঢ়, ১৩৩৬

দাম এক টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু

নজ্‌রুল,

বইখানি পড়ে খুসী হ'য়ে তুমি গান লিখে দিয়েছ। সুধু তাই নয়, স্বরচিত গানে তুমি সুর দিয়েছ এবং অক্লান্ত শ্রম ক'রে সে গান তুমি অভিনেত্রীদের শিখিয়েছ।

তোমার গানের দাম আমি জানি। তাই ঋণের কথা না তুলে, বইখানির সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে দিলুম।

তোমার গুণমুগ্ধ

শচীন্‌ দা

নিবেদন

রক্ত-কমল প্রথমে প্রকাশিত হয় 'নটরাজে'। উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের উৎসাহে নাটকখানি মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি মনোমোহনের অভিনেতৃ-বর্গের চেষ্টায় ও যত্নে নাটকখানি অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করে।

আমার পরম স্নেহভাজন কবি নজরুল ইস্‌লাম ন'খানি গান রচনা ক'রে দিয়েছেন। আর আমার পরম স্নেহের পাত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বসু অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে অভিনয়-সাফল্য সম্ভবপর ক'রে দিয়েছেন। নাম প্রকাশ করতে নারাজ এমন দু-চারজন বন্ধু ও বান্ধবীর সাহায্যের কথাও ভুলতে পারছিনে।

—এঁদের সকলকেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ইতি

গ্রন্থকার


THE PUBLIC LIBRARY
Estbd 1885.
BALLY.

রক্ত-কমল

১

[ছোট্ট একখানা দ্বিতল বাড়ীর পিছনের বাগান। বাগানের পাকা রেলিংএর পিছনের গলি দিয়া মাঝে মাঝে দু'চারজন লোক যাওয়া-আসা করিতেছে। বাগানের ফুলের গাছগুলি প্রায় সবই সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। এক কোণে লতাকুঞ্জের মাঝে বেতের সোফার সাম্নে বেতের একটা টেবিল। দাদা মহাশয় সেই সোফায় বসিয়া আছেন। তাঁহার চুল আর দাড়ি সব সাদা। পাইপে করিয়া চুরুট খাওয়া তাঁর অভ্যাস।

কমল ষোল বছরের নাত্নী—দাদা মহাশয়ের স্নেহের শেষ সম্বল। গায়ের রং বেশ ফর্সা; পরণে একখানি নীলরঙের শাড়ী, গায়ে সেই রঙেরই একটি ব্লাউজ।

পশ্চিম থেকে সিঁদুরে-আলো আসিয়া বাগানের গাছে গাছে, দাদা মহাশয়ের লতাকুঞ্জে আর কমলের মুখে-চোখে পড়িয়াছে।

দাদা মহাশয়ের দৃষ্টি আকাশের দিকে। কমল গাহিতেছিল]

কমল॥ —(ভীমপলশ্রী, দাদ্‌রা)

আসে বসন্ত ফুলবনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি'॥

ফুল-রেণু-মাখা দখিনা-বায়
বাতাস করিছে বন-বালায়,
দোলে বল্লরী-দোল্-খোঁপায়
মঞ্জরী-মালা মুঞ্জরি' ॥

দুলে আলো-ছায়া বন-দুকুল,
ওড়ে প্রজাপতি কল্কা-ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ-দুল
আলোকলতার সাত-নরী।

সোনার গোধূলি নামিয়া আয়
আমার রূপালী ফুল-শোভায়,
আমার সজল আঁখি-পাতায়
আয় রামধনু-রং ধরি ॥

কমল ॥ (ফুলের গাছগুলি দেখিতে দেখিতে একটু পিছাইয়া গিয়া হাতে তালি দিয়া) বাঃ, বাঃ, বাঃ! দাদামশাই, শীগ্‌গীর! এই এখানে!

দাদা মহাশয় ॥ কি দিদি?

কমল ॥ এইদিকে, শীগ্‌গীর!

(দাদা মহাশয়ের কাছে গিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে)
ভারি মজা দাদামশাই! কখনো শুনিনি, কখনো দেখিনি!
—একেবারে নতুন একটা রহস্য!

দাদা মহাশয়॥ কি রহস্য দিদি?

কমল॥ চলুন, এগিয়ে চলুন—এই, আর-একটু! এইবার দেখুন ত!
(দাদা মহাশয়ের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিল)
কেমন, একটা বিচিত্র রহস্য একেবারে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠেনি?

দাদা মহাশয়॥ কই দিদি, কিছুই তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!

কমল॥ সেকি, দাদামশাই! দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?

দাদা মহাশয়॥ এই ঘোলা চোখের কি আর রূপ দেখ্‌বার শক্তি আছে দিদি!······কিছু নেই।

কমল॥ আমি যে বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি দাদামশাই।

দাদা মহাশয়॥ তোর ওই চোখ দুটো যে বড় নীল দিদি। বিশ্বের সকল রূপ যে অমনি এসে ওদের কাছেই ধরা দেয়।

কমল॥ ঘোলা-চোখে সেটি ঠাহর হ'ল কি ক'রে?

দাদা মহাশয়॥ এই ষোলটা বছর রোজ-রোজ দেখ্‌ছি ব'লেই! আর সুধু তো এই ঘোলা-চোখ দিয়েই দেখিনি—সারাটি মন দিয়ে দেখেছি। সুখের সময় দেখেছি, দুঃখের দিনেও দেখেছি। এক এক ক'রে ষোলটা বছরের প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে তোর ওই রূপের বিকাশ হ'তে দেখেছি।······ষোল বছরের এমন ক'রে দেখা, তবু ঠাহর হবে না!

কমল ॥ এই যা! আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ছেন! কি আপনার হয়েছে দাদামশাই? কথা কইতে কইতে এমনি গম্ভীর হ'য়ে যান যে, আপনাকে দেখে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে! কি হয়েছে?

দাদা মহাশয় ॥ কই কিছুই তো হয়নি দিদি! আমার চোখ হাস্‌ছে না? ঘোলা-চোখ কখনো কি হাসে? শুক্‌নো ঠোঁট কখনো কি হাসির রসে ফুলে ওঠে?

কমল ॥ না, না—ও-সব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে, কিছু শুন্‌তে চাইনে। একটিবার দেখুন না, ওই রক্তজবা-গাছটির দিকে একটিবার চেয়ে দেখুন।

দাদা মহাশয় ॥ (এগিয়ে) তোর যখন দশ বছর বয়েস, তখন ওই গাছটি এনে লাগিয়েছিলুম। ও যখন প্রথম ফুল দিয়েছিল, তখন তুই এসে ওর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকতিস্—কিছুতেই আর তোকে ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌তুম না। তখন তুই কাপড় পরতিস্ লাল, জামা পরতিস্ লাল, সকালের আর সন্ধ্যার লাল আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতিস্ আর কেন যেন তোর চোখ দুটোও লাল হ'য়ে উঠত। দেখে আমার ভয় হোতো! একদিন গাছটা কেটে ফেলে দেবার জন্যে কাটারি দিয়ে ওর গোড়ায় চোপ দিতেই পেছন থেকে তুই চেঁচিয়ে উঠ্‌লি। ওকে আর কাট্‌তে পার্‌লুম না, শুকিয়ে গেল। আজ দেখ্‌ছি ওর নতুন পাতা গজিয়েছে, ওর ডালগুলোয় সবুজ রং লেগেছে, আঘাতকে জয় ক'রে ও আজ বেঁচে উঠেছে।

কমল ॥ কি ক'রে বেঁচে উঠ্‌ল তাই-ই একবার শুনুন। ওর গোড়ায় আমি একটি মাধবীর চারা লাগিয়েছিলুম। আমার ছোট্ট সেই মাধবী বড় হোলো, যৌবন পেল আর পরম আগ্রহে এই গাছটিকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমি রোজ রোজ বাগানে এসে তরুণী মাধবীর সেই কীর্ত্তি দেখি আর হেসে হেসে মরি। ক্রমে আবাগী ওকে ঘিরে একেবারে ছেয়ে ফেল্লে। আমি ভাবলুম ও রাক্ষসী—বেচারা গাছটার হাড় থেকে মজ্জা বার ক'রে তাই খেয়ে বড় হচ্ছে। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি দাদামশাই, ও রাক্ষসী নয়। আমার মাধবী মানুষের চেয়েও বড়—মানুষ যা পারে না, মাধবী তাই-ই করেছে। নিজের স্পর্শ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সে প্রাণহীন শুক্‌নো কাঠে জীবনের স্রোত বইয়ে দিয়েছে, সৃষ্টির একটা প্রকাণ্ড রহস্য ভেদ করেছে—মানুষ যা আজও কর্‌তে পারেনি।

দাদা মহাশয় ॥ (একটু অন্য দিকে গিয়ে) ও-রহস্য মানুষ যে অনেক আগেই ভেদ করেছে দিদি!

কমল ॥ ইস্! মানুষ যদি তাই পারবে, তাহলে জীবনে একটিবার আঘাত খেয়েই সারাটা জীবন গুমরে-গুমরে মর্‌বে কেন?

দাদা মহাশয় ॥ কিন্তু তবুও মানুষ সে আঘাতের বেদনা ভুল্‌তে পারে। (পায়চারি করিতে করিতে) তুই যখন প্রথম আমার কোলে এসেছিলি, তখন ওই 'গাছটাকে আমি যেমন ক'রে আঘাত করেছিলুম, তেমন করেই—না, না, না, তারও চেয়ে নির্ম্মমভাবে

…এই হৃৎপিণ্ডটা সাঁড়াশী দিয়ে চেপে পিষে একখণ্ড পাথর ক'রে রেখে দিয়ে তোর মা চ'লে যায়! তখন ভেবেছিলুম এই পা দিয়ে আর চল্‌তে পার্‌ব না, এই চোখ দিয়ে আর দেখতে পাব না, এই বুকের ভেতর আর স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার কণামাত্র কখনো অনুভব কর্‌তে পার্‌ব না।……কিন্তু তুই—তোর ছোট্ট ওই মাধবীর মতোই আমায় বাঁচিয়েছিস্…ষোলটা বছর আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিস্। অন্তরের যে উৎস একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল, তুই তোর অফুরন্ত স্নেহ, অসীম ভালোবাসা ঢেলে আবার তাতে ভাদরের ভরা জোয়ার বইয়েছিস্।……তোর স্নেহের পরশ যতদিন না পেয়েছিলুম, ততদিন……ততদিন……

কমল॥ দাদামশাই, দাদামশাই—সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে—স্মৃতি থেকে তা মুছে ফেলুন।

দাদা মহাশয়॥ সে দুর্দ্দিন কেটে গেছে…সত্যিই কেটে গেছে। কিন্তু …স্মৃতি থেকে সে জলন্ত-অঙ্গার-লেখা মুছে ফেলা যায় না। তুই তা জানিস্‌নে দিদি—তুই তা বুঝিসনে…তাই, তাই ভুলতে বলিস্। তবু ভুলেছি…তোর পরশে অনেক ভুলেছি; কিন্তু সবটুকু ভুলতে পারিনি, সবটুকু ভুলিনি। (অস্থির পদবিক্ষেপে ঘুরিতে লাগিলেন)

কমল॥ এ আমি কি করলুম! রহস্য করতে গিয়ে সেই স্মৃতি কেন জাগিয়ে তুল্লুম! কি সর্ব্বনেশে স্মৃতি এই! ষোল বছর কেটে গেল, তবুও ওঁর মন থেকে তা মুছে গেল না! কিন্তু কি সে স্মৃতি,

এমন যার জ্বালা, এত যার দাহ!···কিছুই তো জানিনে!·· দাদা-মশাই! (হাত ধরিয়া আনিয়া) ওই গাছটার নবজীবনলাভ দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে। আমার আবার ছেলেবেলার সেই কথা মনে পড়ছে, দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ কোন্ কথা?

কমল॥ সেই লাল শাড়ী পর্‌বার কথা, সেই লাল জামা পর্‌বার কথা, সেই লাল আকাশের দিকে চেয়ে থাক্‌বার কথা! সব মনে পড়ছে দাদামশাই! কি ছেলেমানুষই তখন ছিলুম! যখন গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম, তখন কি মনে হ'ত জানেন?

দাদা মহাশয়॥ কি···কি মনে হ'ত?

কমল॥ গাছ-ভরা রক্তজবা দেখ্‌তুম, আকাশ-ভরা রক্ত-তরঙ্গ দেখ্‌তুম, আর আমার মনে হ'ত, আমি যেন রক্ত-কমল, রক্ত-সরোবরের মাঝে জন্মেছি!

দাদা মহাশয়॥ হ্যাঁ! কি মনে কর্‌তিস্!

কমল॥ (কাছে গিয়া) না, না, কিছু নয়, দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ মনে কর্‌তিস্ রক্তের মাঝে তুই জন্মেছিস্, রক্তের মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছিস্? তোর শিরার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত, তুই সুধু রক্তই দেখ্‌তিস্? কালো···জমাট-বাঁধা···ঠাণ্ডা রক্ত!

কমল॥ (হাত ধরিয়া) না দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ (আকাশের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া) ঘরময় রক্ত···কালো···জমাট-বাঁধা···ঠাণ্ডা রক্ত! ঠিক্, ঠিক্ মিলে

যাচ্ছে। সেই রক্তের মাঝে তুই আমার কমল ·রক্ত-কমল রক্ত-কমল ··অবিকল !···ঠিক যেমনটি দেখেছিলুম। কিন্তু—কিন্তু তুই কি ক'রে জান্‌লি ? চোখে সে দৃশ্য তো দেখিস্‌নি, কানেও সে কথা কখনো শুনিস্‌নি ! তবু জেনেছিস্‌ ! বাইরের সব মানুষের কণ্ঠ চেপে রাখ্‌লুম, তবুও সেইদিনের সেই কথা গোপন রাখ্‌তে পার্‌লুম না ! শিরার রক্ত-তরঙ্গ নেচে নেচে তোর মনকে সে কথা জানিয়ে দিয়ে তোকে ক্ষেপিয়ে রক্ত-পাগল ক'রে তুল্ল !

কমল ॥ দাদামশাই, দাদামশাই ! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে আমার বড্ড ভয় করছে দাদামশাই।

দাদা মহাশয় ॥ (প্রকৃতিস্থ হইয়া কমলকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া) ভুলে যা, ভুলে যা দিদি ! সে-সব কথা ভুলে যা। ছেলেবেলায় অমন অনেক কথা মনে হয়···সে-সব কথার কোনো মানে থাকে না।·····আমি যখন স্কুলে পড়্‌তুম, তখন ভাব্‌তুম আমি রাজা। কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ তো আমি রাজা নই, কখনো হইনি, কখনো হবোও না। কিন্তু ছেলেবেলার মন···সে ওই এক রকম ! হ্যাঁ, দেখতো দিদি আমার পাইপটা কোথায়।

[কমল পাইপ আনিতে গেল

রক্তের ছোঁয়াচ লেগেছে ! এত ক'রে চেষ্টা কর্‌লুম ওকে মুক্ত রাখ্‌তে কিন্তু পার্‌লুম না। পার্‌ব কি ক'রে ? সেই ঠাণ্ডা

জমাট-বাঁধা রক্তের মাঝ থেকে ওকে সরিয়ে এনেছি সত্যি, কিন্তু ওর পিতার রক্ত যে ওর দেহের মাংসের, মেদের, মজ্জার প্রতি কণায় আগুন ধরিয়ে রেখেছে!···এতদিনের স্নেহ-বারি সিঞ্চন ক'রেও তো সে আগুন নেভাতে পারলুম না!

(কমল আসিয়া দাদা মহাশয়কে পাইপ দিল)

হ্যাঁ, এই যে, দে তো দিদি ধরিয়ে দে!

(কমল পাইপ ধরাইয়া দিল)

কমল॥ দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ কি দিদি!

কমল॥ কি সুন্দর সন্ধ্যা!

দাদা মহাশয়॥ লাল ব'লেই কি সুন্দর বল্‌ছিস্?

কমল॥ না, না দাদামশাই! এমনি সন্ধ্যায় মানুষ তার বাইরের সব-কিছু ভুলে আত্মস্থ হয়। জগৎটাকে একান্ত ক'রে নিজের ভেতর অনুভব করে।

দাদা মহাশয়॥ কিন্তু এ জগৎটা বড় বেয়াড়া দিদি, কিছুতেই মানুষের কাছে নিজেকে ধরা দেয় না।···মানুষের সঙ্গে প্রতারণা, ছলনা চাতুরি করেই সে আবার মানুষের অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। সুধু বেরিয়েই যায় না, নির্ম্মম আঘাত ক'রে মানুষের স্বপ্ন মুহূর্ত্তেই ভেঙে দেয়।···মানুষ জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখে তা জানিস্ দিদি?

দেখে, জেগে থেকেও মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর এমনি সন্ধ্যা সেই স্বপ্নের নেশা জমিয়ে তোলে। মানুষ যখন সুখ-স্বপ্নের নেশায় বুঁদ হ'য়ে আপনাকে ভুলে যায়, তখনই আসে আঘাতের পর আঘাত, কঠোর নির্ম্মম আঘাত!

(পায়চারি করিতে লাগিলেন, কমল পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা কমলের হাত ধরিয়া)

এমন সন্ধ্যে দেখে ভুলিস্‌নি, এমন জ্যোৎস্না দেখে মজিস্‌নি! শেষে এমন ক'রে ভুল ভাঙিয়ে দেবে, এমন ক'রে নেশা ছুটিয়ে দেবে যে, সারাজীবন সুধু জলে-পুড়ে মরবি, ছাই হ'য়ে যাবি!···খবরদার!

কমল॥ দাদামশাই, আপনার আজ কি হয়েছে? এমন উত্তেজিত হয়েছেন কেন?

দাদা মহাশয়॥ কেন!···ঠিক জানিনে দিদি! ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনে! তবে আজ আমার মনে হচ্ছে কি জানিস্? · আজ হয়ত একটা ভয়ানক কিছু ঘট্‌বে, যেমন ঘটেছিল সেই ষোল বছর আগে!

কমল॥ না, দাদামশাই! ভয়ানক কিছু ঘট্‌বে না। ও আপনার ভুল।

দাদা মহাশয়॥ ভুল নয় দিদি, ভুল নয়! আমার মন তার চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছে—অন্ধকার নেমে আস্‌ছে, নেমে এসে জ্যোৎস্নাকে গ্রাস কর্‌ছে আর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে কালো, কদর্য্য, তীক্ষ্ণ-নখর একখানা হাত বেরিয়ে এসে তোকে

আকর্ষণ করছে! ছিনিয়ে নেবে···আমার বুক থেকে তোকে ছিনিয়ে নেবে, যেমন ক'রে একদিন তোর মাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। পালা কমল পালা, ঘরে গিয়ে দোর দে!

কমল॥ দাদামশাই, দাদামশাই!

(রেলিংয়ের ধারে একটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কমলকে তাই দেখাইয়া চাপা স্বরে)

দাদা মহাশয়॥ ওই!···ওই যে আস্ছে! কমল পালা!

কমল॥ ও রাস্তা দিয়ে একটা মানুষ যাচ্ছে, দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ মানুষ নয় কমল!···নর-রূপী রাক্ষস! তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! আমি ও চেহারা চিনি, ও চলন-ভঙ্গি জানি!··· পালা কমল, পালা!

কমল॥ চলুন দাদামশাই, আমরা ঘরে যাই।

দাদা মহাশয়॥ না না, আমি যাব না···ও আমাদের পেছু নেবে। তুই যা। আমি এখানে দাঁড়িয়ে ওকে প্রতিরোধ করব। যা কমল নইলে তোর সাম্‌নে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

কমল॥ যা খুসি তাই করুন, আমি চল্লুম!

দাদা মহাশয়॥ কই গেলিনে···যা বল্‌ছি,···শোন্।

কমল॥ কি যে আপনি বলেন!

দাদা মহাশয়॥ যা—যা কমল, আমায় একেবারে পাগল ক'রে দিস্‌নে··· হাতজোড় কর্‌ছি, ঘরে যা।

[কমল দাদা মহাশয়ের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অবনত-মস্তকে ঘরের দিকে চলিয়া গেল। দাদা মহাশয় কমলের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কমল ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দাদা মহাশয় আরো কিছুক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ফিরিয়া দূরে দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটির দিকে আবার চাহিলেন। মূর্ত্তি সচল হইয়া কাছে আগাইয়া আসিল। বেশ সবল চেহারা, কাঁচা-পাকা চুল, মুখে উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন। বয়স মাঝা-মাঝি]

দাদা মহাশয় ॥ তুমি !···স'রে যাও, স'রে যাও ! যেমন আঁধার থেকে বেরিয়ে এসেছ, তেম্‌নি আঁধারের সঙ্গে মিলিয়ে যাও ! এ বাড়ীর কাউকে তোমার ওই কদর্য্য পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখ্‌তে দিয়ো না······যাও !

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমি শেষবার আপনাকে অনুরোধ কর্‌তে এসেছি ···শেষবার !

দাদা মহাশয় ॥ অনুরোধ !··· কি অনুরোধ ?

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন্‌।

দাদা মহাশয় ॥ (আতঙ্ক-কম্পিত-কণ্ঠে) কি ! কি বল্লে ?

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন্‌।

দাদা মহাশয় ॥ চুপ ! চুপ ! ও-কথা মুখ দিয়ে বার কোরো না,

বাতাসকে শুনতে দিয়ো না···আকাশকে শুনতে দিয়ো না·· নিজের মনের ভেতর পাথর-চাপা দিয়ে রেখে দাও !

পতিত-প্রসন্ন ॥ সে কি মশাই !···পিতা আমি কন্যাকে চাইব না !

দাদা মহাশয় ॥ (প্রথমে শ্লেষপূর্ণস্বরে, পরে রুক্ষভাবে) পিতা তুমি ! আমার কাছে তোমার কন্যা দাবী করছ !···যাও, যাও পানোন্মত্ত পিশাচ, তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

পতিত-প্রসন্ন ॥ মাতাল হই, পিশাচ হই, তবু আমি পিতা ! সে আমার কন্যা···আমি তাকে চাই !

দাদা মহাশয় ॥ তুমি তাকে চাও ! ভালো, পারো নিয়ে যাও।

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমি বল-প্রয়োগ করতে চাইনে।

দাদা মহাশয় ॥ পুলিশের সাহায্য নাও।

পতিত-প্রসন্ন ॥ তা'ও আমি চাইনে।

দাদা মহাশয় ॥ কেন চাও'না সাধু ? সাহস হয় না ? স্মরণ আছে সেই পৈশাচিক কীর্ত্তি ! (পতিত-প্রসন্ন মাথা নীচু করিয়া রহিল) স্মরণ আছে সেই ঘরময় রক্ত · কালো · জমাট-বাঁধা···ঠাণ্ডা রক্ত ?

'পতিত-প্রসন্ন ॥ দীনের মত তোমার কাছে নতজানু হ'য়ে আমি প্রার্থনা করেছি,···হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা অশ্রুর আকারে প্রকাশ ক'রে তোমার কাছে বারবার ক্ষমাভিক্ষা করেছি···কিন্তু পাষাণ তুমি, তোমার পাথর-মন তা'তে গলেনি। নিমেষের ভুল শোধরাবার এত চেষ্টা আমি করছি, আর তুমি নির্ম্মম হৃদয়ে তার জের টেনেই চলছ !

দাদা মহাশয় ॥ নিমেষের ভুল নয় আত্ম-প্রবঞ্চক! তোমার স্বধর্ম্মের, তোমার স্বভাবের প্রকাশ! সে পৈশাচিকতা তোমার অন্তরের জিনিষ।···তুমি তাই তোমার কন্যার মনেও সংক্রামিত করেছ··· নইলে ছ'মাসের সেই শিশুকে নিয়ে এসে এমন ক'রে পালন ক'রে ষোল বছরেরটি ক'রে তুলেছি, তবু আজও রক্ত দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠবে কেন? তোমার সমস্ত কল্মষ ঢেলে দিয়েছ সরলা ওই বালিকার শিরায় শিরায়!······তবু আমি তাকে দেবী ক'রে তুলব। তুমি যাও, চ'লে যাও! তোমার কন্যা নেই···সেদিনকার সেই রক্তের মাঝে তোমার কন্যা, আমার কন্যা এক সঙ্গে তলিয়ে ডুবে গেছে।···যাও!

পতিত-প্রসন্ন ॥ বার বার এই প্রত্যাখ্যান-জনিত অপমান, এই অভদ্র অমানুষিক আচরণ আর আমি নীরবে সহ্য করব না।

(দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কমল মুখ বাড়াইয়া বলিল—একি!)

আজ আমি স্পষ্ট ক'রে ব'লে যাচ্ছি, এই অপমানের এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ আমি নেব···আমার অধিকার আমি প্রতিষ্ঠিত করব। যে বলপ্রয়োগ করতে এতদিন কুণ্ঠাবোধ করছিলুম, প্রয়োজন হ'লে তা'ও করতে আর দ্বিধাবোধ করব না···এমন প্রতিশোধ নেব, যা তুমি কল্পনায়ও আনতে পার না। স্বার্থান্ধ, নির্ম্মম, হৃদয়হীন বৃদ্ধ······

কমল ॥ দাদামশাই!

[পতিত-প্রসন্ন কমলকে দেখিয়া আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা মহাশয় দ্বিধা কাটাইয়া কমলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কমল ছুটিয়া আসিয়া দাদা মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিল।

দাদা মহাশয় ॥ চল, দিদি—ঘরে চল!

(দুজনে ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল)

পূরবী ॥ —(পিলু, কাহারবা)

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়
আগুন-জ্বালায় জ্বলিতে আসে।
যে দীপ-শিখায় পুড়িয়া মরে
পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে ॥

অথই দুখের পাথার-জলে
সুখের রাঙা কমল দোলে,—
কূলের পথিক হারায় দিশা
দিবস-নিশা তাহারি বাসে ॥

সুখের আশায় মেশায় ভরা
বুকের সুধায় চোখের সলিল,—
মণির মোহে জীবন দহে
বিষের ফণির গরল-শ্বাসে ॥

বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায়
কাঁদে পথের পিয়ার লাগি,—
নিতুই নূতন স্বরগ মাগি'
নিতুই নয়ন-জলে ভাসে ॥



২

[ছোট একটি বসিবার ঘর। চারিদিকের দেয়ালে ছবি। একখানা বড় আয়না। মাঝখানে একটা টেবিল, খানকতক চেয়ার, পাশে একখানা সোফা। মমতা দুই বাহু টেবিলের উপর রাখিয়া বসিয়া আছে; তার বেশ অসংলগ্ন, চুল রুক্ষ, কবরী শিথিল, হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার। চোখ দুটি লাল, টেবিলের উপর একটা মদের গ্লাস, একটা দেশলাই-টুকরী. সামনে একখানো বাঙলা খবরের কাগজ। সহচরী করুণা পিছনের দিকে দণ্ডায়মানা।]

করুণা ॥ আর খেওনা দিদিমণি! শেষে একটা ব্যামোস্যামো হবে।

মমতা ॥ চুপ কর্‌···চুপ কর্‌ করুণা। বেশ আছি ··দিনগুলো একটার পর একটা কেমন ক'রে আস্‌ছে, কেমন ক'রে চ'লে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিনে···বড় আরাম করুণা, বড় আরাম!

করুণা ॥ গয়না দু'চারখানা যা ছিল, একে একে তো সবই শেষ করলে, দাদাবাবুও তো এক মাস কোনো খোঁজ-খবর নেয় না, পাওনাদারদের জ্বালায় তো অতেষ্ঠ। এমন অবস্থায় একটু যদি না বুঝে চল, তাহলে চলবে কেন দিদিমণি?

মমতা ॥ না চলে, তুই চ'লে যা!···কি দাঁড়িয়ে রইলি যে!···সুখের সন্ধানে যা······সংসারে সুখের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে·····গা ভাসিয়ে দিগে যা।

করুণা ॥ আমার নিজের জন্যেই কি বল্‌ছি ? আমার আবার ভাবনা কিসের ? গতর খাটিয়ে খাব।...তোমার কথাই বল্‌ছিলুম।

মমতা ॥ আমার কথা তুই কি বুঝবি ? জানিস্, আমি কি ছিলুম্, আর কি হয়েছি ?...কি হারিয়েছি তার খবর রাখিস্ ?...কিছু জানিস্‌নে...কিছু বুঝিস্‌নে। (আয়নার কাছে গিয়া নিজেকে দেখিয়া আবার পান করিবার জন্য গ্লাস তুলিল)

করুণা ॥ (গ্লাস ধরিয়া ফেলিয়া) দোহাই দিদিমণি, আর না।

মমতা ॥ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বল্‌ছি।...দিবিনে...দিবিনে ? তবে দেখ্...(বাঁ হাতে করুণার গলা টিপিয়া ধরিল)

করুণা ॥ (গ্লাস ছাড়িয়া দিয়া) তবে খাও...মর !

(মমতা গ্লাসের সবটুকু নিঃশেষ করিয়া সোফায় গিয়া বসিল)

মমতা ॥ কেমন, দিলিনে ?

করুণা ॥ তুমি না ভদ্রলোকের মেয়ে, গেরস্তর বউ ? ছিঃ ছিঃ !

মমতা ॥ কি বল্লি ?...ভদ্রলোকের মেয়ে...গেরস্তর বউ ? মনে করিয়ে দিলি ? সারাদিন আগুন পান ক'রে যা ভুলেছিলুম, তা মনে করিয়ে দিলি ?...মনে যখন করিয়ে দিলি, তখন... শোন্ ! ছিলুম ভদ্রলোকের মেয়ে,...ছিলুম বনেদী গেরস্তর বউ। এখন ?...কুলটা মাতাল · সমাজের কলঙ্ক !

করুণা ॥ তা এখানে এমন ক'রে প'ড়ে থেকে কদিন আর চল্‌বে ?... জীবনটাকে তো রাখ্‌তে হবে ?

মমতা॥ তুই কি বল্‌তে চাস্‌? ··আরো নেমে যেতে বলিস্‌, না? বল্‌তে চাস্‌, জাত যখন খুইয়েছি, তখন আর সাধুতা কেন? ধাপে ধাপে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত নেমে যেতে বলিস্‌, কেমন?

করুণা॥ আমি কিছুই বলিনে।

মমতা॥ ওই দেখ্‌···পুরুষে আর মেয়েতে তফাৎটুকু দেখ্‌। তোর মনে যদিও তাই আছে, মুখ ফুটে বল্‌তে পারিসনে। আর একটা পুরুষ, মনের ওই কথা ব'লে ফেল্‌তে কিন্তু দ্বিধা কর্‌ত না বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে, কত মিষ্টি ক'রে, ভবিষ্যতের সুখের চিত্র এঁকে দেখিয়ে, ভুলিয়ে তোকে পাগল ক'রে একেবারে রসাতল অবধি টেনে নিয়ে যেতো।···তারপর কি কর্‌ত, জানিস্‌? তারপর তোকে সেইখানে ফেলে রেখে হাসিমুখে ঘরে ফির্‌ত। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে মোহ-মুক্ত ব'লে ঘরে তুল্‌ত, আর তোর জন্যে ব্যবস্থা দিত অনন্ত নরক।···করুণা! বুঝিস্‌ ···এসব কথা বুঝিস্‌?

করুণা॥ না, দিদিমণি, অত-শত জানি বুঝিনে। আমি বুঝি, যখন ভুল করেছ, আর সে ভুল শোধরান যায় না—তখন মিছে কেন ভেবে মর। যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে···খেয়ে-প'রে যাতে সুখে থাক্‌তে পার, তাই কর!

মমতা॥ সুখে যাতে থাক্‌তে পারি, তাই কর্‌ব?······সুখ·· এক-দিন সুখের সন্ধান করেছিলুম···মা-বাবা বিয়ে দিলেন! ভালো ঘর দেখে, ভালো বর দেখে বিয়ে দিলেন।······নতুন অনেক

কিছু পেলুম·····কিন্তু সুখ পেলুম না! সুখ তো পেলুমই না। দুখ-সাগর ফুলে উঠল···কি আক্রোশে জানিনে সে গর্জ্জে গর্জ্জে ধেয়ে এসে বুকের ওপর দুঃখের তরঙ্গাঘাত করতে লাগল!··· তবুও সুখের আশা ভুলতে পারলুম না। বুঝলি করুণা···সুখের আশা তবুও ভুলতে পারলুম না। তাই দেখে দুঃখ কি করলে জানিস্? সুখের বেশ প'রে এসে হাত-ছানি দিয়ে আমায় ডাকলে····· তাকে তখন বড় ভালো লাগল······তার দাসীত্ব বরণ ক'রে নিলুম······সে জিজ্ঞেস করলে সুখ চাও? আমি বললুম, একটু-আধটু নয়—একেবারে পরিপূর্ণ সুখ! সে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল···তারপর বল্লে, সবুর কর! তারপর··· এই তো দেখছিস, সুখ। আরো সুখ চাইব? না···না··· করুণা, আর সুখ চাইব না।······যা···গেলাসটা ভ'রে নিয়ে আয়···কাণায় কাণায় ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে আয়।

করুণা॥ আনতে হয়, তুমি নিয়ে এস! ও-বিষ তোমায় আমি দিতে পারব না।

মমতা॥ দিতে পারবিনি!·····পারবিনি?···· বেশ, না দিলি। আমি নিজেই যাই····· বেশ!

[মমতা টলিতে টলিতে উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে গ্লাসটা লইয়া পাশের ঘরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া গেলাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল! তারপর করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া

মমতা ॥ রাগ করেছিস্, করুণা ?···রাগ করিসনে। তুই তো জানিস্নে ······তুই তো বুঝিস্নে! আগুন আগুনকে খেয়ে ফেলে... তাই ওই আগুন পান করি।

(বাইরে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনিয়া)

দেখ্‌তো আবার বুঝি পাওনাদার এসেছে!...নে হারছড়া নিয়ে যা। ওদের পাওনা চুকিয়ে দে।

[মমতা হার খুলিয়া করুণার হাতে দিল, করুণা আবার তার গলায় পরাইয়া দিল

করুণা ॥ এখন থাক্। দরকার হ'লে নেব!

[করুণা বাহিরে চলিয়া গেল

মমতা ॥ সুখ···সুখ···সুখ! কেমন অাবাগি, আর সুখ চাইবি ?··· পরিপূর্ণ সুখ!···চাইবি ? (সোফায় বসিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল)

করুণা ॥ (বাহির হইতে) দাদাবাবু এসেছেন দিদিমণি!

মমতা ॥ কে ?···কে এসেছে বল্লি ?

করুণা ॥ দাদাবাবু!

মমতা ॥ দোর বন্ধ ক'রে দে!

(পতিত-প্রসন্ন প্রবেশ করিয়া)

পতিত-প্রসন্ন ॥ এ বাড়ীর মালিক কে মমতা ?···তুমি না আমি

(মমতা দাঁড়াইয়া পাশের ঘরে যাইতে উদ্যত হইল)

শোন মমতা, দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে দুটো দরকারি কথা আছে।

(মমতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পতিত-প্রসন্নের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল)

মমতা ॥ আমার তো কোনোই দরকার নেই!

পতিত-প্রসন্ন ॥ আর অভিমান কেন মমতা ? সে বয়েস চ'লে গেছে।

[পতিত-প্রসন্ন মমতার হাত ধরিতে অগ্রসর হইলে, মমতা সরিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল

কি মাতলামো সুরু করেছ ?

মমতা ॥ মাতাল···অস্পৃশ্যা···ঘৃণার পাত্রী ?···না ?

পতিত-প্রসন্ন ॥ নয় কি ?

মমতা ॥ কিন্তু চিরদিন তো মাতাল ছিলুম্ না!···· ছিলুম্ ?

[পতিত-প্রসন্ন সে কথার জবাব না দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মমতাও টেবিলের আর-একধারে আর-একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া

মমতা ॥ করুণা নিয়ে আয়! ⋯কি কথা কইছ না যে! চেয়ে চেয়ে কি দেখছ? দেখছ সে বয়েস নেই! ⋯দেখ⋯হৃদয় ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে দেখ কা'কে কি করেছ। হৃদয়ই নেই তার দেখবে কি ক'রে! ⋯আচ্ছা চোখ আছে ত? দেখ এই দাগ। মাতাল হ'তে চাইনি ব'লে চাবুক মেরেছিলে মনে আছে? নেই? তা কেন থাকবে! কিন্তু এ তোমার একদিনের একটি-বারের মাত্র কীর্ত্তি নয়। পিঠে, বুকের ভেতরে অবধি এমন অনেক দাগ তুমি এঁকে দিয়েছ, তবে আমি এই হয়েছি! কাউকে যদি বলি বিশ্বাসও করবে না⋯বুঝবেও না। যাক্‌ কি বলতে এসেছ, ব'লে চ'লে যাও!

পতিত-প্রসন্ন ॥ তোমার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ রাখা সম্ভবপর নয়!

মমতা ॥ তা তো জানি!

পতিত-প্রসন্ন ॥ তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝতে পারবে বৈকি! আমার আর এমন অর্থ নেই যে, এই বাড়ীর ভাড়া যোগাই।

মমতা ॥ তার জন্যে ভাবছ কেন?⋯আমিই চ'লে যাব।

পতিত-প্রসন্ন ॥ আজই তোমায় যেতে বলছিনে⋯সুবিধে মত একটা যায়গা দেখে উঠে যেও! আর পারো-তো নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা কোরো!

মমতা ॥ যে আজ্ঞে গুরুদেব!

পতিত-প্রসন্ন ॥ পরিহাস নয় মমতা! তোমার এই অধঃপতনের জন্যে

আমিও কিছু দায়ী বটে! জীবনের ওই একটি ভুলের সংশোধন আমি করতে চাই।

মমতা॥ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক···একটি ভুল?

পতিত-প্রসন্ন॥ নয় কি?

মমতা॥ আর সেই হত্যা?

পতিত-প্রসন্ন॥ কী! (বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

মমতা॥ কি বীর, আমার হত্যা ক'রে নিজেদের আর-একটা ভুল করতে চাও!

পতিত-প্রসন্ন॥ (বসিয়া পড়িয়া) তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি কি ক'রে জানলে?

মমতা॥ প্রকৃতিস্থ থেকে যে কাজ ক'রে গোপন রেখেছিলে, প্রমত্ত অবস্থায় তা যে সব স্বীকার ক'রে ফেলেছ। তোমার তা মনে নেই, কিন্তু আমার আছে। সেবার তুমি পালাও। পালিয়ে তুমি বাঁচ। বাঁচলে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করলেনা···আর-একটি নারীর সর্ব্বনাশ করলে! সবই যদি নষ্ট করেছ, জীবনটাই বা রাখছ কেন?···দাও শেষ ক'রে। আবার একটিবার ভুল কর, তারপর অনুতপ্ত হও, তারপর তোমার সমাজে ফিরে গিয়ে আবার সুখের সংসার পেতে বোস! সঙ্কোচ কিসের? কর, আঘাত কর!

পতিত-প্রসন্ন॥ (মমতার কাছে অগ্রসর হইয়া) মমতা, আমি তোমার প্রতি অবিচার করেছি।

মমতা ॥ সে কি কথা সাধু, সে তোমার নিমেষের ভুল বইত নয়!

পতিত-প্রসন্ন ॥ মমতা, আমি তোমায় পরিত্যাগ করব না।

মমতা ॥ কিন্তু আমি করব।

পতিত-প্রসন্ন ॥ তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরোনা, মমতা। সংসারে আমার কেউ নেই!···একদিন তো আমায় ভালোবাসতে?

মমতা ॥ সে ভালোবাসার কথা আর বোলোনা, তুমি গলা টিপে তাকে মেরেছ। সে কথা ব'লে আর কোনো লাভ নেই।···কিন্তু জিজ্ঞেস করি, বিদায়ের পালা সুরু ক'রে সহসা মিলন-মঙ্গল শোনাচ্ছ কেন? ভয় হচ্ছে ব'লে? তোমার গুপ্ত-কথা প্রকাশ ক'রে দেব মনে ক'রে আমায় তুমি আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাও? না নীচ, আমি তা করব না। তার নিজের বাপ যা গোপন রাখলে, তা আমি প্রকাশ করব কেন?

পতিত-প্রসন্ন ॥ মমতা, তুমি এত মহৎ, তা আমি জানতুম না।

মমতা ॥ আমি কি, তা আমিই জানি · এবার তুমি বিদায় নাও।

পতিত-প্রসন্ন ॥ মমতা, আমি তোমায় পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলুম অন্য কোনো কারণে নয়, অর্থের অভাবে। নইলে এত পাষণ্ড আমি নই যে, তোমার এই অধঃপতনের সহযাত্রী হ'য়ে···তোমায় বিপদে ফেলে চ'লে যেতে চাইব।

মমতা ॥ সহযাত্রী! কথাটা ঠিক হ'ল না। বল—তোমায় প্রলুব্ধ ক'রে-এনে সহযাত্রী ক'রে নিয়ে, তারপর···

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমি আমার সকল অপরাধ স্বীকার করছি, মমতা।

(মমতার কাছে অগ্রসর হইতেই)

মমতা ॥ ওই চেয়ারে বোসো ! তারপর বলো তোমার বক্তব্য !

পতিত-প্রসন্ন ॥ অর্থের অভাবে তোমায় আমি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলুম। অর্থ-সংগ্রহের সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে বাধ্য হ'য়ে আমাকে নির্ম্মম হ'তে হয়েছিল। একটা উপায় ছিল···এখনো আছে। কিন্তু আমাকে দিয়েই তা হবে না। আমার সাহায্যের জন্যে একজন লোকের দরকার—পুরুষ হ'লেও ক্ষতি নেই. নারী হ'লে তো ভালোই হয়। সাহস ক'রে কাউকে বলতে পারিনি ! প্রচুর অর্থ, সাহায্যকারীকে তার অংশ দিতেও প্রস্তুত ··কিন্তু সাহায্য চাইতে গেলেই সাহায্যকারীকে আমার অতীত জীবনের সেই ভুলের পরিচয় দিতে হয়। তাই সাহস পাইনি···কিন্তু তুমি যখন তা জান, তখন তোমাকে সকল কথা খুলে বলতে আমার আর সঙ্কোচ নেই। বল, তুমি আমায় সাহায্য করবে ?

(মমতা নীরব রহিল)

শোন। আমার কন্যা জীবিত আছে। তার মাতামহের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী সে। আমি যদি তাকে আমার গৃহে এনে আমার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে পারি, তাহলে বিপুল সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব আমি পাব। জীবনের বাকী দিন কটা তোমাতে আমাতে একসঙ্গে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারব।

(কিছুকাল নীরব থাকিয়া)

আমি পাত্র অবধি স্থির ক'রে রেখেছি। কন্যাকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে অনেকবার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু আমার শ্বশুর, দাম্ভিক, নির্ম্মম, স্বার্থান্ধ সেই বৃদ্ধ বার বার আমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। কন্যার সঙ্গে একটিবারও আমায় সাক্ষাৎ কর্‌তে দেয়নি।…চিঠি লিখে আমার মেয়েকে সব কথা জানাবো ভেবেছিলুম; কিন্তু তা'ও সাহস হয়নি।

(আবার কিছুকাল নীরব থাকিয়া)

তুমি যদি সাহায্য কর মমতা, তাহলে আমার কন্যার উদ্ধার সাধন হয়—তোমার জীবন, আমার জীবন সুখময় হয়। বল, বল মমতা, তুমি আমায় সাহায্য কর্‌বে?

মমতা॥ একবার সুখের কথায় মজিয়ে ঘরের বার করেছ…আবার সেই সুখের কথা শুনিয়ে নারীত্বের অবশিষ্ট যেটুকু আছে তা'ও নষ্ট ক'রে পুরোদস্তুর পিশাচী ক'রে তুল্‌তে চাও? কিন্তু সুখ আর চাইনে! অনেকবার চেয়েছি…মন-প্রাণ ঢেলে চেয়েছি… মান-সম্ভ্রম বিকিয়ে চেয়েছি…কুল-শীল বিসর্জ্জন দিয়ে চেয়েছি। অমন ক'রে চাওয়ার ফলে যা পেয়েছি, তাতেই আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে…আর তা চাইনে!

[বাহিরে একটা উচ্চ শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ। মমতা উঠিয়া দাঁড়াইল

মমতা ॥ ওকি শব্দ! কি বুঝি একটা সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। করুণা, করুণা!

করুণা ॥ কি দিদিমণি!

মমতা ॥ দেখ্‌তো! রাস্তায় কি হ'ল?

[করুণা বাহিরে চলিয়া গেল

পতিত-প্রসন্ন ॥ এইবার আমার কথার জবাব দাও, মমতা!

মমতা ॥ চুপ!···এ সময় কথা কোয়োনা! কার বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পতিত-প্রসন্ন ॥ এখনো নেশা কাটেনি!

মমতা ॥ তোমাকে দেখেই নেশা ছুটে গেছে। বুকের আগুন দাউ দাউ ক'রে জলে উঠেছে···কথা কোয়োনা।

(করুণা ঘরে ঢুকিতেই মমতা তাহার দিকে অগ্রসর হইল)

কি! কি হয়েছে করুণা?

করুণা ॥ কি হয়েছে তাতো বুঝতে পার্‌লুম না, দিদিমণি! দেখ্‌লুম একটি বুড়ো ভদ্দর লোক রাস্তায় প'ড়ে ধুঁক্‌ছে···আর দূরে একখানা গাড়ি জোরে ছুটে যাচ্ছে, কতকগুলো লোক তার পিছু পিছু ছুট্‌ছে আর চেঁচাচ্ছে। আর কতকগুলো লোক হল্লা কর্‌ছে।

মমতা ॥ ভদ্রলোকটিকে কেউ সাহায্য কর্‌ছেনা?

করুণা ॥ লোকগুলো সব হল্লা কর্‌ছে—কেবল রাস্তার একটা মুটে লোকটিকে গিয়ে ধরেছে।

মমতা ॥ তুই চ'লে এলি কেন?

করুণা ॥ আমি একা কি করব দিদিমণি ? তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম।

মমতা ॥ যা, তাঁকে এই ঘরে নিয়ে আয়, মাথায় জল দে, হাওয়া কর্, ডাক্তার ডাক্! কি, চেয়ে রইলি যে! যা!

করুণা ॥ দাদাবাবু তুমি যাওনা, ভদ্রলোকটিকে নিয়ে এস, আহা বড় চোট পেয়েছে গো, বড় চোট পেয়েছে!

মমতা ॥ যাও। জীবনে অন্ততঃ একটি ভালো কাজ কর।

পতিত-প্রসন্ন ॥ তাহলে তুমি সম্মত হবে ?

মমতা ॥ যাও!

[পতিত-প্রসন্ন বাহির হইয়া গেল

করুণা, ও-ঘরের বিছানায় একটা চাদর পেতে দে। কুঁজো, অডি-কলনের শিশি, পাখা ঠিক ক'রে রাখ! কি সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে!

[করুণা পাশের ঘরে চলিয়া গেল। মমতা চঞ্চলপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে

বুঝি একটা ভীষণ কিছু হ'য়ে যায়, একটা পরিবারের সকল সুখের আলো বুঝি নিভে যায়!

(পাশের ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া)

করুণা, একটু দুধ গরম ক'রে রাখ।

(সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া)

মমতা ॥ কি দেখ্‌তে হয়! ভগবান্‌, কি দেখ্‌তে হয়!

[মমতা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। পতিত-প্রসন্ন এবং রাস্তার একটি মুটে আনন্দময়কে ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আনন্দময় বৃদ্ধ · আঘাত পাইয়া একেবারে চেতনা হারান নাই। মমতা হাতের ইসারায় পাশের ঘর দেখাইয়া দিল। পতিত-প্রসন্ন আর করুণা আনন্দময়কে পাশের ঘরে লইয়া গেল। মুটে দ্বারের কাছ হইতেই চলিয়া গেল। পতিত-প্রসন্ন আনন্দময়কে রাখিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই মমতা সেই দিকে অগ্রসর হইল

পতিত-প্রসন্ন ॥ কোথায় যাও? আমার কথার একটা জবাব দিয়ে যাও।

[মমতা ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। তারপর পাশের ঘরে চলিয়া গেল। পতিত-প্রসন্ন কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল

পতিত-প্রসন্ন ॥ আজ একটা হেস্তনেস্ত ক'রে যেতে হবে। একবার এই কুলটাকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করিয়ে নিতে পার্‌লে এই

দাম্ভিকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এত দম্ভ! আমারই অন্নে প্রতিপালিত, আর আমাকেই সে ঘৃণা করে, মুখের উপর সে-কথা বল্‌তেও সঙ্কোচ বোধ করেনা।·· কিন্তু ও-কণ্ঠ আমার রোধ করতেই হবে, সুধু ঔদ্ধত্যের জন্যে নয়, আমার সেই গোপন কথা চিরকাল গোপন রাখ্‌বার জন্যে। কণ্ঠরোধ করতেই হবে এই নারীর আর সেই বৃদ্ধের!

(মমতা ঘরে ঢুকিয়া সোফায় উপবেশন করিল)

কি ফিরে এলে যে, শুশ্রূষা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় কর্‌লে না?

মমতা ॥ তার পথও তুমি বন্ধ করেছ!

পতিত-প্রসন্ন ॥ তার মানে?

মমতা ॥ তার মানে এই শুদ্ধাচারী তোমার স্পর্শ দিয়ে, পাপ-প্রভাব দিয়ে আমায় এম্‌নি কলুষিত করেছ যে, আজ আমি কোন ভদ্র-লোকের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেও পারিনে!

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমি তোমায় যথন-তথন মদ খেতে বলিনি! অভ্যেস তুমিই বাড়িয়েছ! আমার দোষ কি?

মমতা ॥ না, না তোমার কি দোষ? তুমি যে পুরুষ! তোমার তো কোনো দোষ হ'তে পারে না। দোষ আমার···আমি নারী, কামিনী, নরকের দ্বার। দোষ সর্ব্বত্র নারীর, কেননা·· নারীই ত কুহক বিস্তার ক'রে সরল পুরুষদের প্রলুব্ধ ক'রে নরকে টেনে আনে···সুখের সংসার পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়! পুরুষ?·· সে

তো চির-শিশু···বড় সরল, বড়ই নির্ম্মল! অতীতের পানে চেয়ে দেখ, দেখ্‌বে কলঙ্কের এতটুকুও কালিমা কোথাও তোমায় স্পর্শ করেনি। পুরুষ হচ্ছে সৃষ্টির হংসাবতার, নীরটুকু ফেলে ক্ষীরটুকু খেতে সে ওস্তাদ। আবার হাঁস যেমন পাঁকের ভেতর সারাদিন ঘোরা ফেরা করে অথচ পাখা দুটি তার শুভ্রই থাকে, তেমনি পুরুষ যতই নীচুতে নেমে যাক্, চরিত্র নাকি তার নিষ্কলঙ্কই থাকে···মার্জ্জনা-লাভ, ভালো-হবার সুযোগ না চাইতেই সে পায়। নারী ব'লেই সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল···আর নারী ব'লেই সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'য়েও তিনি রেহাই পেলেন না।

পতিত-প্রসন্ন॥ বাঃ, তুমি তো বেশ বল্‌তে পার, অনেক কথা শিখেছ তো!

মমতা॥ সু-শিক্ষা তুমি কখনো পাওনি; কিন্তু আমি কিছু পেয়েছিলুম···আজও তারই জাবর কাট্‌ছি।

পতিত-প্রসন্ন॥ যাক্ বিদুষী, তোমার বিদ্যের পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই। এখন বল, আমায় সাহায্য কর্‌বে কি না?

মমতা॥ না!

পতিত-প্রসন্ন॥ ভবিষ্যৎ-চিন্তা ক'রে জবাব দাও।

মমতা॥ ভবিষ্যতের চিন্তা আগে যখন করিনি···তখন আর তার প্রয়োজন?

পতিত-প্রসন্ন॥ আমার আশ্রয় হারালে তোমায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে জান?

মমতা॥ যা ভেবেছ তা নয়···মা জাহ্নবী তাঁর স্নেহ-শীতল বক্ষ পেতে অপেক্ষা কর্‌ছেন ··তাঁর ডাকও আমি শুন্‌তে পেয়েছি !

পতিত-প্রসন্ন॥ আর একদিন তোমায় ভাব্‌বার অবকাশ দিলুম, আজ তুমি প্রকৃতিস্থ নেই। আমি চল্লুম !

[প্রস্থান

মমতা॥ উঃ, কি ভয়ানক লোকের কথায় ভুলেছিলুম, চেহারায় মজেছিলুম !···যাক্ আর ভাব্‌তে পারিনে।

[মমতা দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিল। পিছন হইতে আনন্দময় তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন, করুণা পাশের ঘরের দুয়ারের সামনে দণ্ডায়মান

আনন্দ॥ মা, আমি এখন আসি। তোমার কৃপায় এবারটা বেঁচে গেলুম ! আর একদিন এসে সন্তানের কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে যাব।

[মমতা উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া আনন্দময়ের নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া

মমতা॥ আর একটু বিশ্রাম করা ভালো ছিল না ?

আনন্দ॥ বেশ ত সুস্থ হয়েছি। একটু জরুরি কাজে বেরিয়েছিলুম, সেটা এখনই শেষ কর্‌তে হবে। বুঝতেই তো পার মা, জীবন-সূর্য্য অস্তাচলে ঝুঁকে পড়েছে। কখন বিনা নোটিশে ডুবে যায় ! আজ

যেন মমতাময়ীর দ্বারে এসে প'ড়ে বেঁচে গেলুম···এমন মা তো ঘরে ঘরে পাব না।

মমতা॥ ও-কথা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না। একখানা গাড়ী ডেকে দেব ?

আনন্দ॥ কিছু প্রয়োজন নেই মা, এখন যাই—কাল আবার আস্‌ব।

[আনন্দময় অগ্রসর হইলেন—মমতাও তার পিছন পিছন দুয়ার পর্য্যন্ত আগাইয়া গেল, আনন্দময় বাহিরে গেলে

মমতা॥ দেখুন, যেতে পারবেন কিনা·· নইলে গাড়ী ডেকে দি।

আনন্দ॥ না, মা, কোনো চিন্তা নেই। [প্রস্থান

মমতা॥ এত তাড়াতাড়ি ক'রে চ'লে গেলেন কেন, করুণা ? তুই কি আমার কথা কিছু বলেছিস্‌ ?

(করুণা চুপ করিয়া রহিল)

চুপ ক'রে রইলি যে! আবাগি, কি সর্ব্বনাশ করেছিস্‌ তুই! পরিচয় দিয়েছিস্‌ ?

করুণা॥ উনি যে জান্‌তে চাইলেন ?

মমতা॥ উনি জান্‌তে চাইলেন আর তুই সব ব'লে ফেল্লি! দেখ্‌ তো, তুই কি করেছিস্‌। ওরে, আমার লজ্জা, আমার কলঙ্ক আমি আর গোপন রাখ্‌তে চাইনে। সে পরিচয় দিয়েছিস্‌ ব'লে আমার দুঃখ হচ্ছে না। কিন্তু অসুস্থ ওই বৃদ্ধকে এ সময়ে তুই কেন আমার পরিচয় দিলি ? তা যদি না দিতিস্‌, তাহলে হয়ত

আর একটু অপেক্ষা ক'রে, ভাল ক'রে সুস্থ হ'য়ে, তবে যেতেন। আমার পরিচয় পাবার পর কোনো ভদ্রলোক কি আর এখানে থাকতে পারে?···হয়ত চলতে গিয়ে আবার প'ড়ে গেছে, হয়ত রাস্তায় একটি লোকও নেই যে সাহায্য করবে। করুণা! তুই কি করেছিস্···কী করেছিস্! যা এখুনি রাস্তাটা আর একবার দেখে আয়।

করুণা॥ ভয় নেই দিদিমণি, তেমন চোট কোথাও লাগেনি। একটু জল দিতে, বাতাস করতেই সুস্থ হলেন, উঠে বসলেন। তারপর তোমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি প্রথমে কিছুই বলিনি। অমি দু'চার কথা বল্লুম। শেষে ওঁর কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার সব কথা জেনে নিলেন। সুধু তোমার কথা দিদিমণি—দাদাবাবুর নামও জানতে চাইলেন না, আমিও·বল্লুম না। আমি তো তোমার মনের অবস্থা জানি, দিদিমণি! আমি তাই বল্লুম। শুনে কিছুক্ষণ তিনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে রইলেন, তারপর আমায় বল্লেন, তোমায় যেন না বলি, তিনি সব শুনেছেন। কিন্তু দিদিমণি, তোমায় না ব'লে আমি কি থাকতে পারি?

(দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল)

মমতা॥ করুণা, তোর ভাই না কে-একজন আত্মীয় আছে বলেছিলি?

করুণা॥ মামাতো ভাই, দিদিমণি!

মমতা॥ সেই না তোকে তার বাড়ী গিয়ে থাকতে বলেছিল ?

করুণা॥ তার মা নেই, ছোট্ট একটি বউ, সংসারের কাজ চলে না, তাই বলেছিল—আমি গিয়ে যদি দেখি শুনি, তাহলে ভালো হয়। আমি কি ক'রে যাই? তোমার সব দেখা-শোনা না করলে তুমি হাতে টাকা থাকতেও উপোস ক'রে মরবে, ছেঁড়া কাপড় প'রে দিন কাটাবে! তাই তাকে ব'লে দিয়েছি, আমি যেতে পারব না।

মমতা॥ তোকে সেইখানেই যেতে হবে।

করুণা॥ কেন?

মমতা॥ আমি আর তোকে রাখতে পারব না।

করুণা॥ সে কি গো! আমি কি তোমার কাছে মাইনে চাইছি, না কখনো চেয়েছি! দু'বেলা দু'মুঠো খাই, তা'ও না-হয় আমি রোজগার ক'রে জোটাব। তবু তোমায় আমি ছেড়ে যাব না। আমি তোমায় ছেড়ে গেলে একটি দিনও তুমি বাঁচবে না।

মমতা॥ সংসারের সব বাঁধন ছিঁড়ে এলুম, আর এখন তুই আমাকে বেঁধে রাখতে চাস্? করুণা, মায়ায় জড়িয়ে আমায় ধ'রে রাখবার চেষ্টা তুই করিস্‌নে। স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা—এ সব আমার জন্যে নয়।

করুণা॥ আচ্ছা তাই হবে গো, তাই হবে। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কালই তোমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব। এখন যাও,

গোসলখানায় গিয়ে মাথায় ভালো ক'রে ঠাণ্ডা জল দাওগে যাও।

মমতা॥ তামাসা নয়, করুণা! তোকে যেতেই হবে।

[পাশের ঘরে চলিয়া গেল

করুণা॥ আমি যাব, কিন্তু একা যাব না, তোমাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। আনন্দবাবু বলেছেন, একটা ব্যবস্থা কিছু ক'রে দেবেন। দেখেই বুঝেছিলুম যে ভদ্রলোকের দয়ার শরীর। তাইত ব'লে ফেল্লুম তোমাকে এ নরক থেকে উদ্ধার করতে। কি জ্বালায় দিন-রাত তুমি পুড়ছ, তা কি আমি বুঝতে পারিনে! (ঝাড়ন আনিয়া টেবিল পুঁছিতে পুঁছিতে) কিন্তু ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন!

(পাশের ঘরে মমতা গাহিতে লাগিল)

—(জয়জয়ন্তী, একতালা)

দারুণ পিপাসায় মায়া-মরীচিকায়
চাহিতে এলি জল বনের হরিণী!
দগধ মরুতল কে তোরে দেবে জল,
ঝরিবে আঁখি-নীর তোরি নিশিদিনই॥

নিবায়ে গৃহ-দীপ আপন নিঃশ্বাসে
আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে!

সে সুখ অবসান　　　　সুমুখেতে শ্মশান
পিছনে অন্ধকার চির-নিশীথিনী ॥

কেন তুই বন-ফুল বিলাস-কাননে
করিয়া পথ ভুল এলি অকারণে ?
ছিঁড়ে সাঁঝে তোরে　　　　মালা গাঁথি, ভোরে
দলিল বিলাসী পথ-ধূলি সনে !

সন্ধ্যা-গোধূলির রাঙা রূপে ভুলে,
আসিলে এ কোথায় তমসার কূলে !
শ্রাবণ-মেঘ হায়　　　　ভাবিয়া কুয়াশায়
হারালি পথে তোর, রে হতভাগিনী !

করুণা ॥ না, আবার কাঁদতে সুরু কর্‌লে। "আচ্ছা মেয়ে! যখন বুক ফেটে ওর কান্না পায়, তখনই ও গান গায়···খাওয়া-দাওয়া আজ আর হবে না।

[মমতার প্রবেশ]

করুণা ॥ যাও লক্ষীটি, এইবারটি নাইতে যাও।

মমতা ॥ করুণা !

করুণা ॥ কি দিদিমণি।

মমতা ॥ আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিতে পার্‌বি তো ?

করুণা ॥ কোথায় যাবে দিদিমণি ?

মমতা ॥ কোথায় ?···তা এখনও ঠিক করিনি···এই মাষ্টারি-টাষ্টারি নিয়ে কোনো দূরদেশে যদি চ'লে যাই।

করুণা ॥ মাষ্টারি করবে তুমি !

মমতা ॥ অবাক্ হ'য়ে গেলি যে রে ! আমার যা বিদ্যে আছে তাই নিয়েই কত মেয়ে মাষ্টারি ক'রে দিন কাটাচ্ছে।

করুণা ॥ আমি তা বলছিনে দিদিমণি যে সর্ব্বনেশে অভ্যেস করেছ !

মমতা ॥ আর ছোঁব না করুণা, আর তা ছোঁবনা।

করুণা ॥ সত্যি বলছ দিদিমণি ? পারবে ?

মমতা ॥ একদিনে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারলুম, আর এইটে পারব না ! করুণা, তুইতো নারী—কিন্তু নারী কতখানি শক্তি ধরে, তার সন্ধান রাখিসনে !

[মমতা চলিয়া গেল

করুণা ॥ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন !

(মমতা আবার ফিরিয়া আসিল)

ওকি ! আবার এলে কেন, দিদিমণি ? নাইতে যাও।

(মমতা একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল)

অমন করছ কেন ? হয়েছে কি ?

মমতা ॥ কিছু হয়নি করুণা ! করুণা, একটা কথা বলতে পারিস্ ? বড় শক্ত প্রশ্ন······নিজেকে বারবার জিজ্ঞেস ক'রেও জবাব পাচ্ছি না···তুই বলতে পারিস্ ?

করুণা ॥ কি জানতে চাও, বল।

মমতা॥ কিন্তু তুই তো জবাব দিতে পার্‌বি না।······তুই কি ক'রে জবাব দিবি ?

(মমতা চুপ করিয়া রহিল)

করুণা॥ বলি নাইবে-খাবে না ? তোমার পেটের জ্বালা নেই ব'লে কি আমিও শুকিয়ে থাক্‌ব ?

মমতা॥ জ্বালা নেই বল্লি ?···বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে···। সেই কবে আগুন ধরেছিস..আজও জ্বল্‌ছে !..রাবণের চিতার মত দিন-রাত দাউ-দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে ?

করুণা॥ আমি কি তোমার সাম্‌নে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব ?

মমতা॥ প্রশ্ন কর্‌ছিস্ ? ·····তাহলে তো জবাব দিতে পার্‌বিনি··· করুণা, পার্‌বিনি !

করুণা। আগে কথাটা ব'লেই ফেল।

মমতা॥ তুই আগে তোর নিজের প্রশ্নের একটা মীমাংসা ক'রে নে··· স্থির ক'রে নে যে মর্‌বি !

করুণা॥ কি বলে কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। মাতালের কথা তো নয়··এমন ক'রে কখনো তো মাতলামি করে না ! তুমি কি আমায় না মেরে রেহাই দেবে ? স্থির করেছি মর্‌ব। এখন বল কি বল্‌তে চাও !

মমতা॥ মর্‌বি স্থির করেছিস্ ?···ঠিক্ তো ?

করুণা॥ হাঁ, ঠিক্···এবার বল।

মমতা ॥ বল্ ছো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আস্তে একটিবারও দ্বিধাবোধ করলুম না, আর দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যাবার সময়, এত সংশয় এসে সঙ্কোচ এসে বাধা দেয় কেন? ···তুই কি দুনিয়ার মায়া কাটাতে পেরেছিস্?

করুণা ॥ তুমি মনে মনে কি ঠাওরেছ বলত দিদিমণি?

মমতা ॥ তুই পারবিনি করুণা, মরতে পারবিনি! বুঝতে যখন পারছিসনি···তখন মরতেও পারবিনি! যা, করুণা, নাইতে যা—খেয়ে পেটের জালা ঠাণ্ডা করগে।

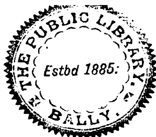
করুণা ॥ দিদিমণি, লক্ষীটি আমার, চল, নাইতে চল।

[দুজনেই চলিয়া গেল

রক্ত-কমল

পূরবী ॥ —(মাঢ়, কাহারবা)

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে, কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥
কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি ॥
হেরে কমল-মৃণালে কেউ কাঁটা, কেহ কমল,
কেউ ফুল দলি চলে, কেউ মালা গাঁথে নিতি ॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি জাগে, চায় নব চাঁদের তিথি ॥



৩

[দাদা মহাশয়ের বসিবার ঘর। মাঝখানে টেবিল, চারিপাশে চেয়ার। পশ্চিম দিকের দ্বারের সামনে কালো পর্দা।

মালী একটা গ্লাসে কতকগুলি সাদা ফুল টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। দাদা মহাশয় ও আনন্দ ঘরে ঢুকিলেন]

আনন্দ॥ খাসা ছেলেটি! দেখে আমার বুকে নিতে ইচ্ছে হ'ল। তাই বল্‌ছিলুম একটা ভালো দিন দেখে······

দাদা মহাশয়॥ চুপ্, চুপ্, আনন্দ···শুন্‌তে পাবে!

আনন্দ॥ কে শুন্‌তে পাবে?

[দাদা মহাশয় প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চাদরখানি আলনায় ঝুলাইয়া আর লাঠিগাছটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া চেয়ারে বসিলেন

আনন্দ॥ কে শুন্‌তে পাবে?

[দাদা মহাশয় উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দোরের দিকে গেলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন

দাদা মহাশয়॥ ভুলে গেছ আনন্দ, তাকে তুমি ভুলে গেছ?

আনন্দ॥ কাকে ভুল্‌ব, বন্ধু!

[দাদা মহাশয় চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন, তারপর বলিলেন

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ ! ভাগ্যবান্ ··তুমি ভাগ্যবান্ ! তোমার মতো আমারও যদি স্মৃতি লোপ পেত, তাহলে আমি বাঁচতুম ·· তাহলে···তাহলে ভগবানকে সত্যই মঙ্গলময় ব'লে হাজারবার প্রণাম করতুম !

আনন্দ ॥ কে শুনে ফেলবে ব'লে ভয় পাচ্ছ ?

দাদা মহাশয় ॥ বুঝতে পারছ না ? আমার কন্যা ! তোমার ওই পাষাণ-মনে যার স্মৃতি-রেখাটি আজ অঙ্কিত নেই। অথচ তুমি তাকে এত ভালোবাসতে।······ষোলটা বছর কতটুকু সময় আনন্দ ? তারি মাঝে ভুলে গেলে !

আনন্দ ॥ না বন্ধু ভুলিনি···ভুলতে পারিনি ! হ্যাঁ, তবে তোমার মত আত্মহারা হইনি। বুকের ভেতর আগুন রয়েছে ব'লে মনকে পুড়ে ছাই হ'তে দেব কেন ? আমি জানি আঘাত সইতেই হবে, আঘাতের বেদনায় ভেঙে পড়লে যে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ধুলোয় মিলিয়ে যেতে হবে। তা জেনেই আঘাতকেও আঘাত ক'রেই আমি ফিরিয়ে দিতে চাই। তাইত বলেছিলুম, কমলের বিয়ে দিয়ে আবার সুখী হ'তে চেষ্টা কর।

দাদা মহাশয় ॥ বিয়ে ! বিয়েতে সুখ ! আনন্দ তোমার স্মৃতি ভ্রংশ হয়েছে, বুদ্ধি-নাশ ঘটেছে।

আনন্দ ॥ বল, আমি ইহলোকেই নেই, পরলোকে চ'লে গেছি !

তুমি কথা কইছ আমার সঙ্গে নয়, আমার প্রেতাত্মার সঙ্গে। স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ কেমন ক'রে হ'ল শুনি ?

দাদা মহাশয় ॥ হয়নি ? বুকে হাত দিয়ে বলত, বিবাহ তোমায় সুখী করতে পেরেছিল কি ? আমি জানি সুখ পাওনি ! বিয়ে ক'রে আমিও সুখের সন্ধান পাইনি, আমার অভাগী কন্যা জীবনদান ক'রেও সুখ পায়নি ! বিয়ে ক'রে সুধু সুখই যে পাইনি তা নয়, আনন্দ। অমৃত মনে ক'রে যা এক চুমুকে পান ক'রে ফেল্লুম, তা বিষ হ'য়ে সারাটা দেহ-মন জর্জ্জরিত ক'রে ফেলেছে। কমলের বিয়ে দিলে তারও জীবন তো এম্‌নি ক'রেই ব্যর্থ হবে !

আনন্দ ॥ সব ব্যাপারেই তোমার বড় বাড়াবাড়ি। বিয়ে ত সংসারের কত লোকই করেছে, সবাই কি আমাদের মত দুঃখই পেয়েছে।

দাদা মহাশয় ॥ দুঃখ হয়ত পায়নি ; কিন্তু সুখ ? সুখ কি পেয়েছে ? বিবাহিতা নারীর মুখপানে আমি চেয়ে দেখি, বিবাহিত পুরুষের কথা আমি কান পেতে শুনি—দেখেশুনে আমি বুঝেছি, বিয়ে ক'রে তারা আর যাই পাক্, সুখ পায়নি···সুখ পায়নি ··

আনন্দ ॥ না, না, অমন কথা তুমি বোলোনা। তুমি সংসারকে দেখনি, বোঝোওনি। মানুষ বিয়ে করে বলেই তো সংসারে চাঁদের হাট মেলে। বিবাহই তো পুরুষ আর নারীর মিলন মধুময় ক'রে তোলে, আর সেই মধু-মিলনকে সার্থক করে তাদের খোকা-খুকুর দল। তাদের আধ-আধ বুলি, তাদের হাসি, তাদের

তাজা তক্‌তকে নরম হাতের নিবিড় আলিঙ্গনই মানুষের অনেক জ্বালা, অনেক দুঃখ ঘুচিয়ে দেয়।

দাদা মহাশয়॥ অস্বীকার করিনে আনন্দ, তোমার একটি কথাও আমি অস্বীকার করিনে। আমিই কি বাঁচতুম যদি না কমলকে পেতুম···বাঁচ্‌তুম না আনন্দ, কিছুতেই বাঁচ্‌তুম না। পুরুষ আর নারীর বিবাহ তাদের সুখ দিতে পারে না, পুরুষ আর নারীর সন্তান তাদের সুখ দিতে পারে, এ কথা আমি মানি।

আনন্দ॥ কথার মার-প্যাঁচ কেন বন্ধু ? বিবাহের ফলই তো সন্তান।

দাদা মহাশয়॥ না···না আনন্দ, বিবাহের ফল সন্তান নয়, বিবাহের ফল বন্ধন···শাস্ত্রের বন্ধন···লোকাচারের বন্ধন !

আনন্দ॥ ধর্ম্মের বন্ধন।

দাদা মহাশয়॥ হোক্, তবু সে বন্ধন !

আনন্দ॥ কিন্তু—

দাদা মহাশয়॥ মিছে কেন তর্ক করছ আনন্দ···অতীতের পানে চেয়ে দেখ না। শাস্ত্রের বন্ধনে, লোকাচারের বন্ধনে, তুমি যাকে ধর্ম্ম বল্‌ছ তারই বন্ধনে যদি না আমার কন্যাকে সেই পাষণ্ডের জীবনের সঙ্গে বেঁধে দিতুম, তাহলে কি সেই লম্পটের কাছ থেকে তাকে মুক্ত ক'রে আন্‌তে পার্‌তুম না ? আর তা যদি পার্‌তুম, তাহলে কি আমার কন্যাকে তোমার শাস্ত্রের, তোমার লোকাচারের, তোমার ধর্ম্মের কাছে জীবন বলি দিতে হ'ত ? হ'ত না···আনন্দ কিছুতেই হ'ত না। অথচ যে মুহূর্ত্তে

তার বিয়ে দিলুম, সেই মুহূর্ত্তে, আইন, আচার, সমাজ, শাস্ত্র, সবই সবার\সকল অধিকার হরণ ক'রে হৃত সেই অধিকার ন্যস্ত করল অযোগ্য···সকল রকমে অযোগ্য, সেই স্বামীর ওপর। ······সেই অধিকারের পরোয়ানার জোরে অমানুষ সেই স্বামী যখন স্ত্রীর উপর অত্যাচার সুরু করল, তখন তুমি, আমি, সমাজ, সবাই তাই চুপ ক'রে চেয়ে দেখলুম · চোখের সাম্‌নে অমানুষিক অত্যাচার দেখ্‌লুম · চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লুম সেই অত্যাচারের ফলে সে ম'রে গেল!—শাস্ত্র, লোকাচার, পিতা, সুহৃদ্ কেউ তাকে বাঁচাতে পার্‌ল না!

আনন্দ॥ আমাদের সে শোকের ইতিহাস একটা ব্যতিক্রম···প্রতি পরিবারেই কিছু ও-রকম ঘটনা নিত্য ঘট্‌ছে না।

দাদা মহাশয়॥ না, না আনন্দ, ব্যতিক্রম নয়। ভেতরে ভেতরে সব পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে···আমরা বাইরে তার প্রকাশ হ'তে দিচ্ছিনে। সঞ্জয়ের মতো যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি থাক্‌ত আনন্দ, তাহলে এইখানে বসেই দেখ্‌তে পেতে কত সীমন্তিনী অত্যাচার-জর্জ্জরিত হ'য়ে রাতের পর রাত গোপনে অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্‌ছে, কত বিধবা ব্যর্থ জীবনের জন্য ভগবানকেও অভিসম্পাত কর্‌ছে, কত পুরুষ বিবাহ করেছিল ব'লে দাঁতে ঠোঁট কাম্‌ড়ে মনের ক্ষোভ, দুঃখ, অনুশোচনা চেপে রাখছে।······সেই দৃষ্টি-শক্তি যদি থাকৃত, তাহলে একটির পর একটি, প্রতি পরিবারের প্রতি ঘরের এত সব অত্যাচারের অবিচারের অনিয়মের

পরিচয় পেতে, যে তর্কের আর কোনো অবসর থাকত না।

(দাদা মহাশয় উত্তেজিত হইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন)

আনন্দ ॥ তুমি বুঝি সঞ্চয়ের সেই দৃষ্টি পেয়েছ?

দাদা মহাশয় ॥ না, আনন্দ···তা পাইনি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যে মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, সেই মোহ আমার কেটে গেছে···মানুষের কৃত্রিম ব্যবস্থার সব গোঁজামিল আমার কাছে ধরা পড়েছে।······ জীবনের আনন্দ পাবার জন্যে পুরুষ আর নারীর মিলনের প্রয়োজন আছে · কিন্তু বিবাহের প্রয়োজন নেই···অন্ততঃ সেই বিবাহের যা কেবলই বন্ধন, যা ইচ্ছামত ছিঁড়ে ফেলে পুরুষ বা নারী কখনো মুক্তিলাভ করতে পারে না।·····পুরুষ আর নারীর মিলন হোক্, কিন্তু বিবাহের নামে তারা যেন না অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে জীবন দুঃখময় ক'রে তোলে।

আনন্দ ॥ নব্য কালেজী ছোকরারাও তোমারই মত মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে এইরকম অদ্ভুত মত পোষণ করে।

দাদা মহাশয় ॥ একটু তফাৎ আছে আনন্দ। ছেলেরা পড়া কথা আওড়ায়। অভিজ্ঞতা তাদের নেই। আমি জীবন-ভোর ভুগে ভুগে এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি।······তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায় জান? তুমি মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা আর ব্যবস্থাকে চরম মনে ক'রে চোখ বুজে থাকতে পার; আমি তা পারিনে। আমি দেখ্‌ছি মানুষ ভুলের উপর ভুলই ক'রে যাচ্ছে, মানুষ সত্য-বিমুখ হ'য়ে পড়্‌ছে, ভুলের আবর্জ্জনা

ঠেলে ফেলে মানুষ সত্যকে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না ;— বংশানুক্রমে ভুলেরই জের টেনে চল্‌ছে।

[অন্য ঘরে কমলের গান শোনা গেল। দাদা মহাশয় আর আনন্দ দুজনেই চুপ করিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। তাহাদের কঠিন আড়ষ্টভাব অনেকটা কাটিয়া গেল

কমল ॥ —(ভৈরবী, দাদ্‌রা)

নিশীথ-স্বপন তোর ভুলে যা এ নিশি-শেষে।
বাদল-অবসানে আকাশ উঠেছে হেসে ॥
চখার পাশে আসে বিরহ-রাতের চখী,
আঁধার লুকাল ঐ দূর বনে এলোকেশে ॥
সরম-রাঙা-গালে জাগিল কুমারী ঊষা
তরুণ অরুণ ঐ এল রাঙা বর-বেশে ॥

[শেষ পদটি গাহিতে গাহিতে ঘরে ঢুকিয়া কমল থমকিয়া দাঁড়াইল, গান ছাড়িয়া দিয়া কহিল

কমল ॥ ছোট দাদামশাই আপনার সঙ্গে আড়ি।

আনন্দ ॥ অভাগার অপরাধ ?

কমল ॥ অপরাধ নেই দাদামশাই ? কথা দিয়ে সেই কথা না রাখা

বুঝি বুড়োদের নীতি-শাস্ত্রে অপরাধ ব'লে গণ্য হয় না? এক হপ্তার ওপর থেকে বলছি আমার সঙ্গী এনে দিন, অথচ সঙ্গীর কোনো সন্ধানই নেই। বল্লেই হয় যে, আমাকে দিয়ে ও-কাজ হবে না! (ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল)

দাদা মহাশয়॥ ওর কোনো কথারই ঠিক নেই দিদি। ও হচ্ছে আস্ত একটা পাগল। তুই আর ওর কতটুকু পরিচয় পেয়েছিস্? যখন কলেজে পড়তুম, তখন থেকে ওই ক্ষ্যাপা লোকটার সঙ্গে পরিচয়, তুই ছাড়া ওর চেয়ে আপনার জন আজ আমার কেউ নেই···কিন্তু ওর ক্ষ্যাপাটে ভাব আজও কাটেনি। ওর ওপর রাগ কল্লে অবিচার করা হয়।

কমল॥ না রাগ করবে না! আড়ি, আড়ি, আড়ি!

আনন্দ॥ আড়ি দিস্‌নে দিদি, শেষে পস্তাবি বলছি। ভাব কর, ভাব কর।

কমল॥ আমার কথা যে শোনে না, তার সঙ্গে আবার ভাব?

আনন্দ॥ একটি কথা দিয়ে যদি ভাব জমিয়ে তুলতে পারি?

কমল॥ সুধু কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না!

আনন্দ॥ কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু মন ভেজে। এমন অনেক কথা আছে যা সময়মত বলতে পারলে মুহূর্তে মনকে আনন্দে গলিয়ে টলিয়ে দেয়।

কমল॥ অত ভণিতা না ক'রে ব'লে ফেল্লেই হয়!

আনন্দ॥ তাই বলতেই তো এসেছি···কিন্তু শোনে কে?

কমল ॥ বলুন না।

আনন্দ॥ সঙ্গীর সন্ধান পেয়েছি। কেমন, আড়ি চলবে না ভাব হবে?

[কমল আনন্দের কাছে গিয়া তার পিঠের উপর ভর দিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া জোরে জোরে

কমল॥ ভাব—ভাব—ভাব!

[দাদা মহাশয় আর আনন্দ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কমল একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া

কমল॥ ও! ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি! মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? আচ্ছা।

[কমল ফিরিয়া চলিয়া যাইতেই আনন্দ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দাদা মহাশয় আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

আনন্দ॥ সত্যি বল্‌ছি, দিদি। আমি পরিহাসও করিনি, মিথ্যেও বলিনি। সঙ্গীর সন্ধান আমি পেয়েছি; কিন্তু তোমার দাদা-মশাই তাকে আন্‌তে সম্মত নন।

কমল॥ দাদামশায়ের সম্মতির প্রয়োজন? আমি বল্‌ছি তাকে আন্‌তে হবে।

[আনন্দের কাছে আসিয়া তাহার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে

আচ্ছা, ছোটদা'মশাই, সঙ্গীটি দেখ্‌তে সুন্দর তো? আমারই বয়সী তো?

আনন্দ ॥ সুন্দর, সকল রকমেই তোমার যোগ্য। নইলে তাকে কেন আন্‌তে চাইব? সুন্দরের পাশে কুৎসিত সুধু অশোভনই নয়, অসহ্য।

কমল ॥ সে গান গাইতে পারে তো? সাহিত্যে তার অনুরাগ আছে তো? চোখে-মুখে খুঁৎ নেই তো কিছু? তার নামটি কি?

আনন্দ ॥ গান গাইতে পারে কি না, তা তো বল্‌তে পারলুম না দিদি—তবে কথাগুলো যেমন মিষ্টি, তাতে মনে হয় গানও গাইতে পারে। মাসিক-কাগজে মাসে মাসে যখন কবিতা লেখে, তখন ধরা যেতে পারে, সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ আছে। চোখ দুটি তোর চোখের মত অত নীল না হ'লেও চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তেই ইচ্ছে হয়!

কমল ॥ ও ছোটদা'মশাই, বুড়ো বয়সে আপনার তাহলে মাথা ঘু'রে গেছে।

দাদা মহাশয় ॥ ঠিক্, ঠিক্ দিদি। আমিও ওকে বল্‌ছিলুম, ওর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

আনন্দ ॥ আগে শুনেই নে দিদি। তার নাকটি খগ-নাসা জয় কর্‌তে না পার্‌লেও একটু বাঁকা, আর সেই নাকের নীচেকার গোঁফজোড়া যদিও আরসুলায় বা আর কিছুতে খানিকটা-খেয়ে ফেলেছে, দেখ্‌তে তবুও মন্দ হয়নি।

কমল ॥ দাদামশাই!

দাদা মহাশয় ॥ কি দিদি!

কমল ॥ আপনারা দুজনে যুক্তি ক'রে এ কি নির্ম্মম পরিহাস সুরু করেছেন! হৃদয় ব'লে কোনো জিনিষই কি আপনাদের নেই? একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এতবড় বাড়ীতে একা একা দিন কাটাবার যে কি কষ্ট, পুরুষ আপনারা তা কি ক'রে বুঝবেন!

আনন্দ ॥ ওরে পাগ্‌লি, তাই বুঝি ব'লেই তো আমি তোর একটি সঙ্গী জুটিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত। এইবার তার নামটি শোন—তার নাম হচ্ছে শ্রীমান্ চিরচঞ্চল চট্টোপাধ্যায় · তোর অঞ্চল ধ'রে অন্দরেই সে ব'সে থাক্‌বে!

কমল ॥ আচ্ছা, এ পরিহাসের প্রতিশোধ আমি নেব।

[কমল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

দাদা মহাশয় ॥ পাগ্‌লিকে ক্ষেপিয়ে ভালো কর্‌লে না আনন্দ। সমবয়সী কেউ না থাকায় সত্যিই ওর বড় কষ্ট হচ্ছে।

আনন্দ ॥ আমি তো সেই জন্যেই বল্‌ছি, বিয়ে দিয়ে ওর এই নিঃসঙ্গ অবস্থা ঘুচিয়ে দাও।

দাদা মহাশয় ॥ না, না আনন্দ, তা হয় না! যদি বুঝতুম বিয়ে দিলে ও সুখী হবে, তাহলে আমি ওর বিয়েই দিতুম। কিন্তু সুখ পাবে না ব'লেই ওর বিয়ে আমি দেব না। একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দাও আনন্দ। দুটিতে বেশ থাক্‌বে।

আনন্দ ॥ কিন্তু······

দাদা মহাশয় ॥ বিবাহের স্বপক্ষে আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে আনন্দ। তুমি ওর একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দাও। সেই মেয়েটি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, তাকে নিয়ে এস।

আনন্দ ॥ তাকে! তার অতীত-জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছুই তো জান না।

দাদা মহাশয় ॥ আমার জান্‌বার কি প্রয়োজন? তোমার আশ্রয়ে এতদিন রয়েছে, তুমি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ···

আনন্দ ॥ কিন্তু······

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ, তুমি যাকে নিঃসঙ্কোচে কন্যার স্থান দিয়েছ, তাকে কি আমিই কন্যা মনে ক'রে ঘরে ঠাঁই দিতে পারি না? কন্যা···কন্যা!······যাক্ আনন্দ, তুমি তাকে নিয়ে এস। তার জন্যে আমি পিতার স্নেহ বুকে ক'রে রেখেছি।

আনন্দ ॥ তোমায় আমি আজও ভালো ক'রে চিন্‌তে পার্‌লুম না। এক এক সময় তোমায় দেখি উদারতায় আকাশের মত অসীম, স্নেহে সাগরের মতই অগাধ—কিন্তু আবার মাঝে মাঝে তোমার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাই, আর তাতে ক্ষোভও হয়, দুঃখও হয়।

দাদা মহাশয় ॥ এতদিনকার এমন ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও যখন আমায় বুঝ্‌তে পারনি, তখন বোঝ্‌বার চেষ্টা আর কোরো না আনন্দ। বাকী দিন ক'টা না বুঝে বন্ধুত্বের জুলুম স'য়েই কাটিয়ে দাও। তা'তে বেশী কিছু ক্ষতি হবে না।

———

পূরবী ॥ —(সিন্ধুভৈরবী, কাওয়ালী)

ভাঙা মন আর
জোড়া নাহি যায়।
ঝরাফুল আর
ফেরে না শাখায় ॥

শীতের হাওয়ায় তুষার হ'য়ে,
গলি খরতাপে বারি যায় ব'য়ে
গলেনাকো আর হৃদয়-তুষার
উষ্ণ ছোঁওয়ায় ॥

গাঁথা ফুলমালা নাহি দিয়া গলে
শুকালে নিঠুর তব মুঠি-তলে,
হাসিবে না সে ফুল শত আঁখি-জলে
আর সে শোভায় ॥

স্রোতের সলিলে যে বাঁধ বাঁধিলে
ভাঙিয়া সে বাঁধ, আজ
তোমারে ভাসায় ॥



৪

[পতিত-প্রসন্ন তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। মাঝে মাঝে সে কাগজখানি দেখিতেছে, আর মাঝে মাঝে দ্বারের দিকে চাহিতেছে। তাহার মুখে-চোখে অসহিষ্ণুতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। করুণা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া পতিত-প্রসন্ন চাঞ্চল্য দমন করিল।]

পতিত-প্রসন্ন॥ তুই এ সময়ে কেন এলি, করুণা?

করুণা॥ ওমা! সে কি কথা দাদাবাবু! তুমি খবর পাঠালে ব'লেই ত এলুম!

পতিত-প্রসন্ন॥ এসেছিস্ যখন, তখন বোস্! তোকে দুটো কথা জিজ্ঞেস্ করি।..... করুণা, মমতা কোথায় জানিস্?

করুণা॥ আমিও তো তাই জিজ্ঞেস্ করব।

পতিত-প্রসন্ন॥ চালাকি রাখ্, করুণা! তুই তাকে ছেড়ে থাক্তে পারিস্নে। বল্ সে কোথায়?

করুণা॥ আমি জানিনে দাদাবাবু! সেই যে সেদিন বড্ড মাতাল হয়েছিল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া হোলো—তারপর আমায় একা পেয়ে বল্লে, করুণা আমায় বিদায় দিতে পারবি? আমি বল্লুম, না। সে বল্লে সংসারের সকল বাঁধন ছিঁড়ে এলুম; তুই আমায় বেঁধে রাখ্তে চাস্! এই ব'লে একটুখানি হাস্লে। আমি

ভাবলুম মাতালের কথা। কিন্তু সকালে উঠে পাতি পাতি ক'রে খুঁজলুম, কিন্তু কোথাও তাকে পেলুম না।

পতিত-প্রসন্ন॥ আমায় খবর দিলিনে কেন ?

করুণা॥ দুটো দিন এমন বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলুম যে, কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। তারপর শুনলুম তুমি সব শুনেছ আর বলেছ আমার দেখা পেলে মাথায় একগাছা চুলও রাখবে না। তাই আমিও পালিয়ে গেলুম।

পতিত-প্রসন্ন॥ তোর কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

করুণা॥ তোমরা বড় লোক, আমাদের কথায় বিশ্বাস হবে কেন ?

পতিত-প্রসন্ন॥ হুঁ! তুই এখন কোথায় থাকিস্ ?

করুণা॥ ওই হোথায়!

পতিত-প্রসন্ন॥ হোথায় কোথায় রে ? কোন্ রাস্তায়, কত নম্বরের বাড়ী ?

করুণা॥ আমি কি লেখা-পড়া জানা মেয়েমানুষ যে, রাস্তার নাম নম্বর সব ব'লে দিতে পারব ?

পতিত-প্রসন্ন॥ ন্যাকামো করিস্‌নে করুণা, আমায় চিনিস্ তো ?

করুণা॥ তা আর চিনিনে! এতদিন ধ'রে দেখলুম।

পতিত-প্রসন্ন॥ তবে এবার সত্যি কথা বল্।

করুণা॥ মিথ্যে কথা আমরা কইনে দাদাবাবু। গতর [redacted] যখন খেতে হবে, তখন মিথ্যে কয়ে লাভ ? মিথ্যে কথা কইতুম যদি বুঝতুম তাহলে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাওয়া চলবে।

পতিত-প্রসন্ন ॥ সত্যি বল্, সত্যি বল্ করুণা। তাহলে আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে দেব, যাতে পায়ের উপর পা রেখে তুই জীবন কাটিয়ে দিতে পার্‌বি।

করুণা ॥ কথা দিয়ে করুণাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না, দাদাবাবু। করুণা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে! ঘর থেকে যাকে বার ক'রে এনেছিলে, তাকেই বড় খেতে দিতে···আর আমি তো একটা দাসী!

পতিত-প্রসন্ন ॥ করুণা, তুই জানিস্‌নে আমি তার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি।

করুণা ॥ তার জন্যে নয় দাদাবাবু, নিজের চরিত্তিরের জন্যে।

পতিত-প্রসন্ন ॥ যাক্, তোর সঙ্গে সে তর্ক করা বৃথা। এখন সত্যি ক'রে তুই বল্, কোথায় থাকিস্।

করুণা ॥ সে এক বুড়োর বাড়ীতে। আর একটি জন-প্রাণীও সে বাড়ীতে নেই। আর সে বুড়োকে তো তুমি দেখেইছ। সেই যে, সেদিন রাস্তায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল।

পতিত প্রসন্ন ॥ হ্যাঁ ভালো কথা, সেই বুড়ো কে বল্‌তে পারিস্? আগে যেন তাকে কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। অথচ ঠিক ঠাহর কর্‌তে পার্‌ছিনে।

করুণা ॥ আমি কি তার ষষ্টিপূজো করেছি না তার ঠিকুজী তৈরী করেছি যে সাতগুষ্টির পরিচয় বল্‌তে পার্‌ব?

পতিত-প্রসন্ন ॥ করুণা, তোর কথা শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুই

জানিস্ মমতা কোথায়। তুই সে কথা গোপন রাখতে চেষ্টা কর্‌ছিস্; কিন্তু আমি সে কথা তোর কাছ থেকেই বার ক'রে নেব। এই বাড়ীতে আমি তোকে ততদিন আটক ক'রে রাখ্‌ব, যতদিন না তুই মমতার খবর আমায় ব'লে দিবি। আর সুধু খবর ব'লে দিলেই তোর মুক্তি হবে না, তোকে আর মমতাকে আমার কথামত চল্‌তে হবে।···আমি বাড়ীর চাকরদের আগে থেকেই ব'লে দিয়েছি যে তুই এলে যেন আর না ফির্‌তে পারিস্। (করুণা বসিয়া পড়িল) কি কথা কইছিস্ না যে?

করুণা॥ কথা বল্লে যখন বিশ্বাস কর্‌বে না, তখন চুপ ক'রে থাকাই ভালো। বাজে ব'কে মুখ ব্যথা ক'রে লাভ কি?

পতিত-প্রসন্ন॥ তাহলে এ বাড়ী থেকে মুক্তিলাভের আগ্রহ তোর নেই?

করুণা॥ থাক্‌লেই কি পাব?

পতিত-প্রসন্ন॥ করুণা, তুইত আমার নুণ খেয়েছিস্—আর···কখনো ত আমি তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি!

করুণা॥ খারাপ ব্যবহার তোমায় কর্‌তে দেবই বা কেন? আমরা তো ভদ্দর লোকের মেয়ে নই যে, খারাপ ব্যবহার কর্‌লেও নিরুপায় হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌ব। আমাদের ছাতির জোর আছে, প্রাণেও সখ নেই, খেটে খাই। প্রাণ দিয়ে [redacted] কাজ করি। তোমরা খেতে দাও, পর্‌তে দাও, মাইনে দাও। অম্নিই তো আর দাও না যে, লাথি খেয়ে ঝাঁটা খেয়ে তোমাদের কাছে

প'ড়েই থাক্‌তে হবে। খারাপ ব্যবহার একবার ক'রেই দেখ না!

পতিত-প্রসন্ন॥ করুণা রাগ করিস্‌নে। আমি তোকে চটিয়ে একটু আমোদ কর্‌ছিলুম। সেবার অসুখের সময় তুই যে রকম ক'রে আমার সেবা করেছিলি, আমার মা-ও হয়ত তেমনটি কর্‌তে পার্‌ত না।

করুণা॥ তখন যে তুমি ভালো লোক ছিলে! তখন যদি তোমায় এমনটি বুঝ্‌তুম, তাহলে কি আর সেবা কর্‌তুম—যমরাজকেঁ ডেকে বল্‌তুম তোমার গতি কর্‌তে।

পতিত-প্রসন্ন॥ এখন তাহলে তাই করিস্‌!

করুণা॥ এক একবার ইচ্ছে হয়, তাই করি। কিন্তু পরের অকল্যাণ ডেকে আন্‌তে মন সরে না! ভাবি সম্বন্ধই যখন নেই, তখন তোমাদের ভালো-মন্দ বিচার ক'রে আমার লাভ ?

পতিত-প্রসন্ন॥ সম্বন্ধ নেই কেন করুণা!

করুণা॥ কি ক'রে আর থাকবে ? যার জন্যে তোমার কাছে ছিলুম, তাকেই যখন তাড়িয়ে দিলে, তখন আমারই বা কিসের টান থাক্‌বে ?

পতিত-প্রসন্ন॥ তুই মমতার কথা বল্‌ছিস্‌। কিন্তু আমি তো তাকে তাড়াইনি। সেই তো স্বেচ্ছায় আমায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে।

করুণা॥ দাদাবাবু, আমি মুখ্যু হ'লেও মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষকে

আমি জানি, তার ব্যথা কোথায় জ'মে ওঠে, তা বুঝি বলেই বল্‌ছি, তুমিই দিদিমণিকে তাড়িয়েছ।

পতিত-প্রসন্ন ॥ হয়ত তোর কথাই সত্যি! হয়ত তাকে আমিই তাড়িয়েছি! কিন্তু আমার ইচ্ছে সেরূপ ছিল না। আজ যদি তাকে আবার পাই, তাহলে তার প্রতি যে অবিচার করেছি, স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে তা ডুবিয়ে তলিয়ে দিতে পারি। তোকে তো সেইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছি করুণা। তার সন্ধানটা আমায় বলে দে। আমি নিজে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনি—তারপর আগেকার মত আমাদের দিনগুলো আনন্দে কাটিয়ে দি। বল্ করুণা কোথায় সে?

করুণা ॥ কিন্তু সেখানে তো তুমি যেতে পার্‌বে না, দাদাবাবু!

পতিত-প্রসন্ন ॥ তার জন্যে নরকেও নেমেছি, তা তো জানিস্।

করুণা ॥ তবুও পার্‌বে না।

পতিত-প্রসন্ন ॥ আত্মহত্যা করেছে, গঙ্গার জলে ডুবে মরেছে?

করুণা ॥ সে কথা বল্‌চ কেন?

পতিত-প্রসন্ন ॥ সেদিন সেই কথাই সে আমায় বলেছিল, বলেছিল মা জাহ্নবীর শীতল বুকে সে আশ্রয় নেবে!

করুণা ॥ হয়ত তাই কর্‌ত, কিন্তু কর্‌তে পারেনি। তোমারি জন্যে পারেনি!

পতিত-প্রসন্ন ॥ তোর কথা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে করুণা!

করুণা ॥ বুঝবে কি! বোঝ্‌বার মত প্রাণ তোমার নেই।

পতিত-প্রসন্ন ॥ করুণা, তোর কোনো মতলব আছে ?

করুণা ॥ মানুষকে এত অবিশ্বাস কর কেন ? কোনো মতলব নিয়ে যে আসিনি, তা তো জান ! তুমি ডেকেছ ব'লেই এসেছি। ইচ্ছে ক'রে আসিনি তো !

[পতিত-প্রসন্ন অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর সহসা করুণার কাছে দাঁড়াইয়া

পতিত-প্রসন্ন ॥ করুণা, চল্, আমায় মমতার কাছে নিয়ে চল্ !

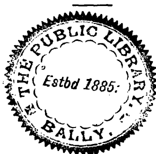
করুণা ॥ তুমিত সেখানে যেতে পারবে না, দাদাবাবু !

পতিত-প্রসন্ন ॥ হেঁয়ালি রাখ্ করুণা। বল্ সে কোথায় ?

করুণা ॥ তোমার শ্বশুরবাড়ী !

পতিত-প্রসন্ন ॥ (উত্তেজিত হইয়া আর্ত্তস্বরে) করুণা ! করুণা !

(পতিত-প্রসন্ন দুই হাতে মাথা চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল)



পূরবী ॥ —(বাগেশ্রী, কাওয়ালী)

ঘোর তিমির ছাইল
রবি-শশী-গ্রহ-তারা ।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী
অসীম আঁধারে হারা ॥

প্রলয়ের মহাকাল,
এলায়েছে জটাজাল,
নাচিছে ঝড়ের সাথে
সুরধুনী-জলধারা ॥

চমকি' চমকি উঠে
চপলা চপল ফণা
লুকাইল শিশু শশী,
মূরছিতা দিগঙ্গনা ।
চাতকী চাতক-বুকে
বিভল কাঁদিয়া সারা ॥



[দাদা মহাশয়ের বাড়ীর হলঘর। ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল, তার চারিপাশে চেয়ার। পূবের দিকে দাদা মহাশয়ের থাকিবার ঘর। পশ্চিম দিকের দেয়ালের গায়ে একখানি সোফা। হলঘরের খোলা দরজা দিয়া কমলের ঘরখানি দেখা যায়। সেই ঘরের জানালার কাছেই একটা অর্গ্যানে বসিয়া মমতা গান গাহিতেছে, কমল চিত্রার্পিতার মত জানালায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছে।

মমতা ॥ —(রাতের দুর্গা: কাওয়ালী)

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া ?
প্রাতে কোকিল কাঁদে নিশীথে পাপিয়া !

এ ভরা-ভাদরে আমার মরা-নদী
উথলি' উথলি উঠিছে নিরবধি,
আমার এ ভাঙা ঘটে,
আমার এ হৃদি-তটে,
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া !

নিষেধ নাহি মানে আমার এ পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি মাখি!
ছলনা করে' হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া!

[কিছুক্ষণ গান শুনিবার পর দাদা মহাশয় পাইপ মুখে তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হলঘরের মাঝখানে দাঁড়াইলেন

দাদা মহাশয়॥ কি জমাটবাঁধা ব্যথা বুকে নিয়ে অভাগী দিনের পর দিন জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! যখনই ও গান গায়, তখনই মনে হয় ওর প্রাণ এই অবিচার আর এই অত্যাচারের সংসার থেকে ছুটি নিয়ে যাবার জন্যে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌ছে!···এতদিন কাছে রইল তবুও কিছু জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌লুম না! প্রশ্ন কর্‌তে সাহস হ'লনা, এই অল্প বয়সে কার অভিশাপে জীবনের সব আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে! আনন্দ বল্‌তে চেয়েছিল······ কিন্তু আমি তা শুনিনি······আর একটা ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনী শোন্‌বার মত শক্তি অর্জ্জন কর্‌তে পারিনি বলেই তা শুনিনি!

কমল॥ (মমতাকে) আপনার কাছে আমার গান শেখা হবে না।

আপনি গান সুরু করলেই আমি নিজেকে ভুলে যাই, দুনিয়া ভুলে যাই। কানে যেন শুনতে পাই পরপার হ'তে আমার অভাগী মা আমারই জন্যে ডুকরে কাঁদছে।

মমতা॥ (চোখের জল মুছিয়া ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটাইয়া) তাহলে আমাকে বিদায় দাও, কমল! আমাকে দিয়ে তো তোমাদের কোনো কাজই হবে না।

কমল॥ বিদায় দেব আপনাকে! এ জীবনে নয়। আপনার কাছে আমি কি পেয়েছি জানেন? জ্ঞান হবার পর থেকে যা না পেয়ে কখনো শান্তি বোধ করিনি, সেই মাতৃস্নেহ আমি পেয়েছি আপনারই কাছে। দাদামশাই তাঁর স্নেহের ভাঁড় খালি ক'রে দিয়েছেন, নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুলে এত বড়টি করেছেন···কিন্তু তবু যেন কি-এক অভাবের বেদনা থেকে থেকে আমায় কেবল পীড়নই করত। আপনি এসে আমার সেই গোপন ব্যথা ঘুচিয়ে দিয়েছেন, অন্তরের এক কোণে যে গভীর ক্ষতটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, আপনার স্নেহের প্রলেপে তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে!

দাদা মহাশয়॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে) যা একবার শুনতে চাইনি, তা শোনবার আগ্রহ মন থেকে দূর হোক্! শোনবার আর প্রয়োজনই বা কি? শাস্ত্রের, সমাজের অত্যাচারের আর-একটি দৃষ্টান্ত বইত নয়! মমতা নিশ্চিতই বিবাহিতা—আর বিবাহের এই ত পরিণাম!

কমল ॥ (মমতাকে) আপনাকে যখন প্রথম দেখেছিলুম, তখন আমার ভয় হয়েছিল। ভয় হয়েছিল যে, বয়সের পার্থক্য আমাদের মিলনের মাঝে একটা পাঁচাল তুলে দেবে। তখন চেয়েছিলুম একজন খেলার সাথী···তখন তো ভাব্‌তেও পারিনি পর এমন ক'রে আপন হ'তে পারে, অপরিচিত কেউ এসে স্নেহের এমন নিবিড় বাঁধনে বাঁধতে পারে। তখন তো এ সব কিছুই বুঝতুম না, জানতুম না।

মমতা ॥ কিন্তু কমল, আমি তোমার শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য তো নয়ই, হয়তো তোমার ভালোবাসা পাবারও অযোগ্য!

কমল ॥ সে কথা মানি কি ক'রে বলুন ত! কোথায় ছিলেন আপনি আর কোথায় ছিলুম আমি! দুজনার কেউ ত জানতুম না যে, একদিন আমাদের উভয়ের মাঝে এমনি পরিচয় হবে। আপনি এলেন চাকরী করতে, আর আমি বেতন-ভোগী শিক্ষয়িত্রী রূপে আপনাকে আপনার প্রাপ্য স্থান দিলুম। বড় জোর চারটে দিন আপনাতে আমাতে শিক্ষয়িত্রী-ছাত্রীর সম্বন্ধ ছিল। তারপর কি ক'রে যে শিক্ষয়িত্রী মায়ের স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল, আর ছাত্রী মেয়ে হ'য়ে অগাধ স্নেহ লাভে নিজেকে ধন্য বোধ করতে লাগল—তা আপনিও জানেন না, আমিও জানি না।······ আপনার আর আমার এ সম্বন্ধ তো কেউ জোর ক'রে পাতিয়ে দেয়নি। তবু কি ক'রে আপনি বল্‌তে পারেন আপনি এতটুকুও অযোগ্য।

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ ঠিকই করেছে। ভাগ্যহীনের বাড়ীতে ভাগ্যহীনার আশ্রয় দিয়ে সে বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে। নইলে আর কে ওর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌ত? কেইবা বুঝ্‌ত ওই অভাগীর হৃদয়ের বেদনা!

কমল ॥ আমি বুঝি—আপনার মনের কোথাও মস্ত বড় একটা খোঁচা রয়েছে। কিন্তু তার জ্বালা ত ভুলতে হবে। আপনি ভাগ্যহীনা সন্দেহ নেই—কিন্তু আমিও কি তাই নই? মাকে কখনো দেখ্‌লুম না, পিতা আছেন কি নেই তার খোঁজও পেলুম না! আচ্ছা, আপনি আপনার মাকে দেখেছেন, পিতার স্নেহ-স্পর্শ কখনো পেয়েছেন?

মমতা ॥ সব পেয়েছিলুম। সংসারে সুখের হাট জমিয়ে তোলবার কোনো কিছুরই অভাব ছিল না! কিন্তু ভগবান্ (ললাট দেখাইয়া) এইখানে কি একটা দাগ এঁকে দিয়েছিলেন যার ফলে কপালে কিছুই সইল না—সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে এসেছি কমল! আজ আর পেছনের দিকে চাইতে পারিনে!

কমল ॥ আসুন অতীতকে আমরা ভুলে যাই! অতীতের কথা ভাব্‌লেই, পিছন ফিরে চাইলেই, যখন আপনার আমার দুজনারই মন কাণায় কাণায় বেদনায় ভ'রে ওঠে, তখন অতীতকে দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই। আসুন বর্ত্তমানের ওপরই আমরা আমাদের জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলি। যা ঘটে গেছে, তা স্মৃতি থেকে মুছে যাক্‌। আজ থেকে আমরা

এমন কিছু কম্‌বনা, এমন কিছু হ'তে দেবনা,যাতে ক'রে আমাদের প্রাণে নতুন ক'রে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

মমতা ॥ (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) হায়রে সরলা বালা !

কমল ॥ কি সুন্দর হবে আমাদের এই জীবন! ব্যথা নেই, শঙ্কা নেই, অতীতের দাগা নেই !

মমতা ॥ তাহলে তো বেঁচে যাই কমল ; কিন্তু তা যে হয় না।

কমল ॥ হয় না ? হয় ! নিত্যি হচ্ছে !

মমতা ॥ নিত্যি হচ্ছে !

কমল ॥ হ্যাঁ নিত্যি হচ্ছে! আপনি ত সূর্য্যোদয় দেখেছেন! আমি চেয়ে চেয়ে কতদিন ত দেখেছি। দেখে দেখে বুঝেছি যে জীবনের এক একটি দিনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা যায়। সূর্য্য সারাদিন ধ'রে নিজের আগুনে নিজেই পোড়ে, তার সকালের সেই সিঁদুর গোলা রং পুড়ে পুড়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়, কিন্তু দিবাবসানে দিনের দাহ তার অঙ্গে তো কোনো দাগ রাখতে পারে না। সকালে যখন তাকে দেখি, তখন আবার সেই সিঁদুর গোলা রঙ, সেই হাসি, আর সেই উষ্ণ পরশ!...... আমাদের জীবনকেও ওই রকম করতে হবে। অতীতের জের টেনে চল্লেই, জীবনের আনন্দ একেবারে মাটি হয় না। আর একখানি গান গা'ন—আমি সুরটা ঠিক ক'রেনি! কিন্তু আস্তে আস্তে গাইবেন, সুর যেন না প্রাণকে বাইরে নিয়ে আসে। তাহলে কিন্তু আমার শেখা হবে না।

[কমল জানালার কাছে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া
বসিয়া পড়িল, মমতা গান সুরু করিল

মমতা ॥ —(ভৈরবী গজল, দাদ্‌রা)

মোর ঘুম-ঘোরে এলে মনোহর,
নমোনম,
নমোনম,
নমোনম।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝম ঝম,
রমঝম,
ঝমঝম ॥
শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপসম,
নিরুপম,
মনোরম ॥
মোর ফুল-বনে ছিল যত ফুল,
ভরি ডালি,

দিনু ঢালি,
দেবতা মোর !
হায়, নিলে না সে ফুল, ছিছি বেভুল,
নিলে তুলি
খোঁপা খুলি
কুসুম-ডোর।
স্বপনে কি যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়
প্রিয়তম,
প্রিয়তম,
প্রিয়তম !

দাদা মহাশয় ॥ কমল গান শিখছে। ওই বয়সে আর একজনও ওই ঘরে বসেই এম্‌নি ক'রে গান শিখ্‌ত তারও কণ্ঠ এম্‌নি ক'রে সুধা বর্ষণ কর্‌ত! যে সুরে সে গান গাইত, সে সুর আজও আছে, কণ্ঠে কণ্ঠে আজও তা ধ্বনিত হচ্ছে কেবল সে-ই নেই।

[দাদা মহাশয় উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে সহসা থামিয়া দাঁড়াইয়া দেয়াল-পঞ্জীর কাছে দৌড়াইয়া গিয়া তারিখ দেখিয়া

সেই দিন! ভগবান, সেই দিন···ষোল বছর আগেকার সেই দিন আজ আবার ঘুরে এসেছে। সারাটা দিনের মাঝে একটিবারও সে কথা মনে হ'ল না! এই স্নেহ, এই মমতা!

(দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন)

গান নয়, গান নয়···আজকার দিনে এ বাড়ীতে গান নয়, হাসি নয়, উৎসব নয়! সব আলো নিবিয়ে দিতে হবে, সব কণ্ঠ চেপে ধরতে হবে, সব ভুলে গিয়ে ষোল বছর আগেকার সেই ভীষণ রাতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

(কমলের ঘরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সহসা থামিয়া)

মনে আলো জ্বেলেছে! কমল আমার এতদিনে মনে আলো জ্বেলেছে। সে আলো নিভিয়ে দেব কেন? জগতের সব অন্ধকার, সব বেদনা, সব নিরাশা আমারই বুকের ভেতর জমা হ'য়ে থাক্, কমল তার মন-প্রাণ আলোয় আনন্দে ভরপুর ক'রে রাখুক। সে স্মৃতি আর কারু মনে রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই, আমার বুকের ভেতরই তা জ্বলুক, রাবণের চিতার মত দিনের পর রাত রাতের পর দিন সমানভাবেই তা জ্বলুক।

(আনন্দ ঘরে প্রবেশ করিয়া দাদা মহাশয়কে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া—)

আনন্দ॥ এ কি বন্ধু! তোমার এ কি মূর্ত্তি!

দাদা মহাশয়॥ আনন্দ, এসেছ! সত্যিকার বন্ধু তুমি! উৎসবে

ব্যসনে সব সময়েই তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াও। এস বন্ধু! (আনন্দের হাত ধরিয়া টানিয়া দেয়াল-পঞ্জীর কাছে গিয়া তারিখ দেখাইয়া) ষোল বছর আগে ঠিক এই দিনে আমার মা তার প্রাণ দিয়ে বিবাহের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।...আনন্দ! ঠিক এই দিনে! কেউ জানে না আনন্দ! তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না! আর যে জানে, তার চোখ দিয়ে হয়ত এক ফোঁটা জলও আজ বেরুবে না। পিতা আমি...আমারই মনে ছিল না! মনে যখন হ'ল, তখন ভাবলুম আনন্দ সব আলো নিভিয়ে দি, সবার কণ্ঠ চেপে ধরি, কিন্তু আলো যখন জ্বলেছে...কমলের মনে আলো যখন জ্বলেছে তখন তা নিভিয়ে দিয়ে কি লাভ?... চল আনন্দ, তুমি আর আমি, সংসারে স্মৃতি ছাড়া আর কিছু সম্বল যাদের নেই, চল সেই আমরা গিয়ে আজ তার তর্পণ করি! জল দিয়ে নয়, তিল দিয়ে নয়, অশ্রু দিয়ে—যে অশ্রু বুকের ভেতর ষোলটা বছর জমে রয়েছে তাই গলিয়ে ঢেলে দিয়ে।

আনন্দ॥ চল, দুই বুড়ো ছেলে মিলে মায়ের তর্পণ করি! চল!

[দুই জনে দাদা মহাশয়ের ঘরে গিয়া জানালার কাছে মুখোমুখি হইয়া বসিলেন। সঙ্গীতের শব্দ শেষ হইয়া গেল। করুণা হলঘরে ঢুকিয়া চেয়ার টেবিলগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল

কমল॥ কি স্তব্ধ সন্ধ্যা!

মমতা॥ বাইরে কি অন্ধকার!

কমল ॥ এত স্তব্ধ কেন ?

মমতা ॥ আকাশে মেঘ জমেছে !

কমল ॥ বাড়ীতে কি আর-কেউ নেই ! এরা সব কোথা গেল ! দাদামশাই এখনও বাড়ী ফেরেননি, যদি জল হয় !

মমতা ॥ ঝড়ও হবে !

কমল ॥ আমি দাদামশায়ের খোঁজে লোক পাঠাই !

[কমল উঠিয়া হলঘরে গেল। মমতা উঠিয়া জানালায় ভর দিয়া দাঁড়াইল

মমতা ॥ মনটা সহসা কেঁপে উঠ্‌ল কেন ? আবার কি বিপর্য্যয় ঘট্‌বে ? (ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল)

কমল ॥ (হলঘরে) তুই এখানে কাজ কর্‌ছিস্ করুণা, তবু কথা কইছিস্ না যে !

করুণা ॥ আমি তো পাগল নই যে একা একা কথা কইব।

কমলা ॥ শব্দও তো কর্‌তে পারিস্ !

করুণা ॥ নিঃশব্দে কাজ কর্‌বার শিক্ষাই তো এতদিন পেয়ে এসেছি।

কমল ॥ না, আজ একটু শব্দ কর্। দাদামশাই যে এখনো এলেন না করুণা ?

করুণা ॥ তিনি তো আজ বেরোননি।

কমল ॥ কোথায় তিনি ?

করুণা ॥ ওই ঘরে ছুটিতে ব'সে রয়েছেন।

কমলা ॥ ছোটদা'মশাইও এসেছেন বুঝি !

করুণা ॥ একজনকে না দেখে আর-একজন যে একটি দিনও থাক্‌তে পারে না !

কমল ॥ ওঁরা কেন চুপ ক'রে রয়েছেন ?

করুণা ॥ কেন, তা ওঁরাই জানেন ?

কমল ॥ তুই কি সারা সন্ধ্যে টেবিলই ঝাড়্‌বি ?

করুণা ॥ চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি !

কমল ॥ শীগ্‌গীর ক'রে চা তৈরি ক'রে আন, বুড়োদের মৌতাতের সময় হয়েছে, তাই ব'সে ব'সে হয়ত ঝিমুচ্ছে।

করুণা ॥ দিদিমণিও তো চুপ ক'রে রয়েছে !

কমল ॥ এই এতক্ষণ ধ'রে গান শেখালেন, একটু বিশ্রাম কর্‌বেন না !

[করুণা কোন জবাব দিল না। মালী ফুলের তোড়া নিয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া

কমল ॥ ও কে ! মালী ! কথা না ব'লে ঘরে ঢুক্‌ছ কেন ?

[মালী কোন কথা না কহিয়া ইঙ্গিতে সম্মান জানাইয়া টেবিলের উপর ভাসটি রাখিয়া চলিয়া গেল। কমল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া

কমল ॥ সব্বাই যেন নবাব হয়েছে ! কথাটি বল্‌তেও কষ্ট হয়। করুণা ! কথা কইছিস্ না যে ! দাদামশাই !

[দাদা মহাশয়ের ঘরের পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া পর্দ্দা ফাঁক করিয়া একটু দেখিয়াই সে সরিয়া আসিল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ। মাথা নীচু করিয়া সে তাহার ঘরে ঢুকিল। করুণা ভিন্ন দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

কমল ॥ কি হয়েছে বলুন তো! সারা বাড়ীটা স্তব্ধ, কারু মুখে কথা নেই, আলোগুলো অবধি আঁধারের সঙ্গে লড়ে লড়ে যেন ম্লান হ'য়ে পড়েছে! পর্দ্দার আড়াল থেকে দাদামশায়ের ঘরে উঁকি মেরে দেখ্‌লুম, দুই বন্ধুতে মুখোমুখি ব'সে আছেন—কেউ কথা কইছেন না, অথচ দুজনের চোখ দিয়েই জল গড়িয়ে পড়ছে। কি হয়েছে!

মমতা ॥ ও কিছু নয় কমল। মানুষের মন মাঝে মাঝে অজানা কারণে অম্‌নি ভারি হ'য়ে ওঠে।

কমল ॥ কিন্তু সবারই মন আজ এক সঙ্গেই ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল কেন? আর শুধু মানুষের মন তো নয়, আকাশ মেঘে ভারি হ'য়ে নুয়ে পড়েছে, আঁধার গাঢ় হ'য়ে চারিদিক থেকে চাপ দিচ্ছে, বাতাসও এমনি ভারি হ'য়ে উঠেছে যে, টেনে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে!

[মমতা কমলের হাত দু'খানি মুঠোর ভিতর লইয়া চুপ করিয়া রহিল

কমল ॥ আপনি চুপ ক'রে রইলেন! কথা বলুন, কথা বলুন!

[কমল মমতাকে জড়াইয়া ধরিল। মমতা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। হলঘরের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিয়া করুণা একটি একটি করিয়া চায়ের পেয়ালা পরিষ্কার করিতে লাগিল

দাদা মহাশয়॥ (উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া) সুধু আমরাই মায়ের তর্পণ করলুম না আনন্দ, চেয়ে দেখ, প্রকৃতি দেবীও মানুষের অস্বাভাবিক বলির জন্যে তর্পণের আয়োজন করেছে। প্রকৃতি কৃত্রিমতা সইতে পারে না। তাই মানুষের কৃত্রিম ব্যবস্থার বলি আমার কন্যার ব্যর্থ জীবনের কথা স্মরণ ক'রে বিশ্বপ্রকৃতিও বেদনায় নুয়ে পড়েছে।

কমল॥ আকাশ, বাতাস, মানুষ, সবাই মিলে যেন কি-এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গোপনে গোপনে ধ্বংসের কি এক বিরাট আয়োজন যেন চল্‌ছে! আমারও যে আর কথা কইতে সাহস হচ্ছে না।···কথা বলুন! আপনিও চুপ করবেন না, কথা বলুন!

মমতা॥ ভয় কি কমল! বিপদ যদি সত্যিই কিছু আসে, আমরা বাড়ীসুদ্ধ লোক মিলে কি সে বিপদকে হটিয়ে দিতে পারব না?

[পতিত-প্রসন্ন হলঘরে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল। করুণা তাহাকে দেখিয়া আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত হইতে একটা চায়ের পেয়ালা মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল

কমল ॥ ও কি শব্দ ?

মমতা ॥ ভগবান্ !

[চায়ের পেয়ালা পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই হলঘরের আলো নিভিয়া গেল

করুণা ॥ আলো ! আলো !!

কমল ॥ করুণা অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল কেন ?

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ, শুনেছ আর্ত্তনাদ ! ধরণীর বুক ফেটে বেরিয়ে এসে সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে তুল্‌ল !

আনন্দ ॥ কিছু নয়, বন্ধু কিছু নয়—করুণা আলো চাইছে ।

দাদা মহাশয় ॥ করুণা আলো চাইছে ! ঠিক কথা । আলো চাই, আলো ! অন্ধকার বড় গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ছে, আলো, আলো !

করুণা ॥ আলো ! আলো ! !

[কমলের ঘরে চলিয়া গেল

কমল ॥ (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আলো ! আলো !!

দাদা মহাশয় ॥ একি আনন্দ, সারা বিশ্ব আলো আলো ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল কেন ? তবে কি সত্যি,…সত্যিই কি মৃত্যু এসে বিশ্বগ্রাস করছে !…সত্যিই মৃত্যু এসে আমার কমলকেও আজ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—ষোল বছর আগে ঠিক্ এমনি রাতে যেমন ক'রে তার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।…আনন্দ ! প্রস্তুত হও ! মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে !

[দাদা মহাশয় কম্পিত হস্তে আলো লইয়া পর্দ্দা সরাইয়া হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর পিছনে আনন্দ। ঠিক সেই সময় করুণাও কমলের ঘর হইতে আলো হাতে হলঘরে উপস্থিত হইল। সেই আলোতে দেখা গেল পতিত-প্রসন্ন চেয়ারে বসিয়া আছে। কাহারো দিকে না চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কমল তার ঘরের পর্দ্দার আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল

দাদা মহাশয়॥ (পতিত-প্রসন্নকে দেখিয়া) এসেছে, আনন্দ! মৃত্যু সেদিনকার সেই পিশাচের মূর্ত্তি ধ'রে সত্যিই আবার এসেছে! দেখ!

[আনন্দ দাদা মহাশয়ের কম্পিত হস্ত হইতে আলোটা লইয়া টেবিলের উপর রাখিল। কমল পর্দ্দার আড়াল হইতে সরিয়া গিয়া মমতার গলা জড়াইয়া ধরিল

কমল॥ সেই কুৎসিৎ লোকটা এসেছে, দাদামশাই যাকে দেখ্‌লেই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন! বেয়ারা চাকরগুলো সব নবাব হয়েছে। কেন ওকে আস্‌তে দিলে?

পতিত-প্রসন্ন॥ আমি আমার কন্যাকে নিতে এসেছি।

(দাদা মহাশয় আর মমতা দুজনেই চমকিয়া উঠিলেন)

কমল ॥ ওকি! আপনি চমকে উঠ্‌লেন কেন, আপনার মুখ অমন সাদা হ'য়ে গেল কেন?

মমতা ॥ (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) কিছু নয় কমল, কিছু নয়। লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে প্রাণটা কেন যেন কেঁপে উঠল!

কমল ॥ সত্যি কি কর্কশ কণ্ঠ! কি বল্লে? দাদামশাই চুপ ক'রে রইলেন কেন? শুনি, লোকটা কি বলে!

মমতা ॥ (কমলকে জড়াইয়া ধরিয়া) না, না, কমল তুমি যেওনা!

কমল ॥ আমি না গেলে দাদামশাই স্থির থাক্‌তে পার্‌বেন না। এখুনি গিয়ে ওই অভদ্র লোকটাকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি! দাদামশাই আমার বুড়ো, কিন্তু একেবারেই কি অসহায়?

দাদা মহাশয় ॥ তোমায় আমি বারবার নিষেধ করেছি এ বাড়ীর কাছে আস্‌তে!

পতিত-প্রসন্ন ॥ সে আজ্ঞা পালন করা-না-করা নির্ভর করে আমারই ওপর।

দাদা মহাশয় ॥ তা জানি! কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়ে আমার গৃহে আসা যে অনধিকার প্রবেশ তা তুমি জান?

পতিত-প্রসন্ন ॥ জানি! জেনেও তা করেছি আমার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌তে!

আনন্দ ॥ তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো ওই ঘরে চল। করুণা আলোটা ওই ঘরে দিয়ে এস।

(করুণা আলো লইয়া দাদা মহাশয়ের ঘরে গেল)

পতিত-প্রসন্ন ॥ আমার বক্তব্য যা, তা আমি অনেক আগেই ব'লে শেষ করেছি, বেশী কিছু আর বল্‌বার নেই।

কমল ॥ লোকটা অত চেঁচিয়ে কথা কইছে কেন? বাইরে কি সঙ্গীরা রয়েছে? তাদের বুঝি শোনাতে চায়?

দাদা মহাশয় ॥ রোসো বেয়াদব তোমার শাস্তির ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি।

[দাদা মহাশয় দোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পতিত-প্রসন্ন একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন

পতিত-প্রসন্ন ॥ আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, অত কষ্ট আপনাকে কর্‌তে হবে না। আপনি ওই চেয়ারে বসুন। চোখে যদি কম না দেখ্‌তেন, তাহলে এখান থেকেই দেখ্‌তে পেতেন দোর তালা দিয়ে আমি বন্ধ ক'রে রেখেচি। চীৎকার ক'রেও কোনো লাভ নেই। বেয়ারা চাকরদের বখ্‌শিস দিয়ে আমি বশ করেছি। যে উদ্দেশ্যে আমি এসেছি, তা সিদ্ধ না ক'রে আমি এ গৃহ পরিত্যাগ কর্‌ছি না।

দাদা মহাশয় ॥ (দুয়ার ঠেলাঠেলি করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া) আনন্দ, তুমি এর প্রতিবিধান কর। আমার মাথা ঘুরছে।

(আনন্দ দাদা মহাশয়কে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল)

কমল ॥ ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন!

মমতা ॥ না, না কমল, তুমি ওখানে যেতে পার্‌বে না।

৬

কমল ॥ আমি যাব, আমায় ছেড়ে দিন। দাদামশাই আমার বৃদ্ধ, অসহায় .... তাঁকে সাহায্য করবার কেউ নেই......আমিই তাঁকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাব।... ছেড়ে দিন......(কমল মমতার হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

মমতা ॥ কমল যেয়োনা, যেয়োনা......দাদামশায়ের জীবনব্যাপী চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিও না।

[কমল সেকথা না শুনিয়া ছুটিয়া হলঘরে চলিয়া গেল। মমতা প্রসারিত হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া

মমতা ॥ ভগবান্, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[কমল হলঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে দাদা মহাশয়ের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া, মাথায় হাত দিয়া

কমল ॥ দাদামশাই !

দাদা মহাশয় ॥ (চমকিয়া উঠিয়া) কমল ! তুই এখানে কেন ? ঘরে যা, ঘরে যা ! দিদি !

আনন্দ ॥ তুমি ঘরে যাও দিদি !

কমল ॥ ঘরে যাব ! কেন ? অভদ্র একটা লোক এসে আমার দাদামশাইকে বৃদ্ধ আর স্থবির দেখে অপমান করবে, আর আমি

পর্দার আড়ালে ব'সে তাই শুনে আমার শীলতা রক্ষা করব?
(পতিত-প্রসন্নকে) আপনি কে তা জানিনে। যেই হোন্…

দাদা মহাশয়॥ কমল, চুপ কর্, কথা ক'স্‌নে!

কমল॥ (দাদা মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া) একটু থামুন দাদামশাই। আপনি যেই হোন্, অতি অভদ্র লোক আপনি। কিসের জন্যে যখন-তখন আপনি এসে এই বৃদ্ধকে অপমান করেন?

পতিত-প্রসন্ন॥ কিসের জন্যে, শুন্‌বে? বিশ্বাস করবে তো!—তোমারই জন্যে।

কমল॥ (কিছুদূর পিছাইয়া গিয়া সবিস্ময়ে) আমারই জন্যে!

দাদা মহাশয়॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কমল, দিদি, তুইও আমার কথা শুন্‌লিনি! আনন্দ, আর পার্‌লুম না, রাখ্‌তে পার্‌লুম না!

পতিত-প্রসন্ন॥ হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। তোমাকে যা আমার বল্‌বার আছে, স্বার্থান্ধ এই বৃদ্ধ ……

কমল॥ ভদ্রভাবে কথা কইবেন। আমার দাদামশাই সম্বন্ধে কোনো অসম্মানজনক কথা আমি কারো কাছে শুন্‌তে প্রস্তুত নই।

দাদা মহাশয়॥ আনন্দ, আনন্দ! (আনন্দের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন)

আনন্দ॥ কমল, আমি বল্‌ছি ঘরে যাও!

কমল॥ আপনি বল্‌ছেন! আপনি তো বেশ কথা কইতে পার্‌ছেন! তবে এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন কেন? আপনার সাম্‌নে

দাদামশায়ের অপমান করছে, আর বন্ধু হ'য়েও এতক্ষণ দুটো কথা বলা তো উচিত মনে করেননি!

(দাদা মহাশয় ও আনন্দ পরস্পর পরস্পরের হাত জড়াইয়া ধরিলেন)

পতিত-প্রসন্ন ॥ তোমার স্পষ্ট কথা শুনে আমি প্রীত হয়েছি!

কমল ॥ এখুনি আবার ঘোরতর অপ্রীত হবেন, বলুন কি আপনার বক্তব্য।

দাদা মহাশয় ॥ কমল!

কমল ॥ একি দাদামশাই, আপনি এমন করছেন কেন?

পতিত-প্রসন্ন ॥ শোনো কমল, তুমি আমার কন্যা! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

দাদা মহাশয় ॥ ওঃ! (চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

মমতা ॥ ভগবান্! (আবার জানালায় মাথা রাখিল)

[কমল বিস্ময়ে কিছু পিছাইয়া গিয়া সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া

কমল ॥ কন্যা!......আপনার কন্যা!...... আমি!......দাদামশাই! ছোটদা'মশাই! একি! কেউ কথা কইছেন না, প্রতিবাদ করছেন না! তবে সত্যি! সত্যি!

(দৌড়াইয়া ঘরে গিয়া মমতার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া)

কমল ॥ শুনেছেন! কেউ প্রতিবাদ করলেন না! একি! আপনিও মুখ তুলছেন না যে!

(উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া)

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে। যদি সত্যিই হয়, তাহলেই বা আপনারা সবাই এমন করছেন কেন? মৃত্যুকে শিয়রে দেখে লোকে যেমন মুসড়ে যায়, তেমনি ক'রে সবাই আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছেন কেন? দুঃসংবাদ, না সুসংবাদ! মাতৃহারা কন্যা ষোল বছর পরে তার পিতার সন্ধান পেয়েছে, এ তার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য!

(আরো সরিয়া দাঁড়াইয়া)

কে বুঝিয়ে দেবে! পিতার পরিচয় এত চেষ্টা ক'রে গোপন রাখবার মাঝে যে রহস্য রয়েছে, তা কে উদ্ঘাটন ক'রে সত্যকে আমার কাছে প্রকাশ ক'রে দেবে। কেউ নেই...... সংসারে আপন জন আমার কেউ নেই! একা! একেবারেই একা আমি।

[কমল ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইল

পতিত-প্রসন্ন ॥ কন্যা !

কমল ॥ পিতা ।

[কমল দৌড়াইয়া তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। পতিত-প্রসন্ন তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ ! সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। ওই জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের কমলকে আজ ছিনিয়ে রাখ্‌তে হবে !

কমল ॥ (পতিত-প্রসন্নের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া) দাদামশাই !

দাদা মহাশয় ॥ কি দিদি !

কমল ॥ এর অর্থ কি ?

দাদা মহাশয় ॥ কিসের অর্থ দিদি ?

কমল ॥ আপনাদের এত দিনের ব্যবহার ?

দাদা মহাশয় ॥ রক্তের সম্বন্ধ, আনন্দ, রক্তের সম্বন্ধই আজ প্রবল হ'ল ! কমল, পিতাকে দেখেই বুঝি আজ মনে হচ্ছে এই ষোলটা বছর আমরা তোর সঙ্গে অসদ্ব্যবহারই ক'রে এসেছি !

কমল ॥ অসদ্ব্যবহার করেননি, কিন্তু অমানুষিক ব্যবহার করেছেন।

দাদা মহাশয় ॥ শোনো আনন্দ, কমলের কথাগুলো কান পেতে শোনো ...তাতে কেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে !

কমল ॥ দাদামশাই আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু একথা কি জান্‌বার আমার অধিকার নেই যে কি কারণে

আপনি আমার পিতার পরিচয় গোপন রেখেছিলেন, আর কি কারণেই বা আমার পিতাকে বার বার আপনি অপমানিত ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন ?

পতিত-প্রসন্ন ॥ অতীতের কথায় আর কাজ কি মা ! তোমার স্নেহান্ধ দাদামশাই, তোমার সঙ্গ-ছাড়া হবার ভয়েই আমার পরিচয় গোপন রেখেছিলেন।

কমল ॥ আমার সঙ্গ-ছাড়াই বা হবেন কেন ? দাদামশায়ের কি বোঝা শক্ত যে পিতাকে পেয়েও আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌তে পারিনে ! জীবনের সর্ব্বস্ব হারিয়ে তিনি আমাকে বাঁচিয়ে বড় ক'রে তুলেছেন, আর আমি তাঁর সেই স্নেহের প্রতিদান দেব তাঁর বুকে আঘাত ক'রে ?······দাদামশাই কি সত্যিই তাঁর কমলকে চেনেন না ?

দাদা মহাশয় ॥ যদি বুঝিস্ দিদি, তাহলে কৈফিয়ৎ চাস্‌নে। কৈফিয়ৎ দেবার ক্ষমতা আমার নেই ! সুধু এইটুকু জেনে রাখ্ যে প্রয়োজন হয়েছিল,—তোকে তোর পিতার আয়ত্তের বাইরে রাখা প্রয়োজন হয়েছিল,—তাই এতদিন এমন ক'রে তোকে আগ্‌লে রেখেছিলুম ! তাতে আমার নিজের কোনো স্বার্থ ছিলনা। কমল, ঈশ্বরের কাছে শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, আমার নিজের কোনোই স্বার্থ ছিল না।

পতিত-প্রসন্ন ॥ কমল, মা আমার, বৃথা তর্কে কোনো লাভ নেই। চল আজই আমার ঘরে চল। তোমার দাদামশাই যদি আমার সঙ্গে

থাক্‌তে সম্মত হন, তাহলে সাধ্যমত আমি তাঁর যত্ন ক'রে জীবনের বাকী কটা দিন যাতে তিনি সুখে শান্তিতে থাক্‌তে পারেন, তার ব্যবস্থা কর্‌ব।

দাদা মহাশয়॥ আনন্দ! কাছে এসে দাঁড়াও—আরো কাছে এসে দাঁড়াও। কমল কৈফিয়ৎ চেয়েছে······সে কৈফিয়ৎ আমি দেব, নইলে চ'লে যাবে······আমায় ছেড়ে সে তার পিশাচ পিতার কাছে চ'লে যাবে!

পতিত-প্রসন্ন॥ আমি বলি নাই কন্যা, তোমার স্নেহান্ধ দাদামশাই তোমার সঙ্গ-ছাড়া হবার ভয়ে আমার পরিচয় গোপন রেখেছেন?

দাদা মহাশয়॥ কমল, পিতার গৃহে যেতে চাও, কিন্তু জান তোমার পিতা নররূপী পিশাচ।

কমল॥ দাদামশাই! আপনি যে দৃষ্টি দিয়ে আমার পিতাকে দেখ্‌ছেন, সন্তান হ'য়ে আমি তো সে দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পারি না।

দাদা মহাশয়॥ জান, তোমার পিতা দারুণ ব্যভিচারী, উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল।

কমল॥ কিন্তু তিনি আমার পিতা!

দাদা মহাশয়॥ জান, কমল, মাতৃহারা শিশু তুমি যখন শূন্য ঘরে প'ড়ে কাঁদ্‌ছিলে, তখন তোমার ওই পিতার পাষাণ বুকে তোমার জন্যে এক ফোঁটাও স্নেহ ছিল না।

স্খলিত-প্রসন্ন ॥ বিশ্বাস কোরোনা কন্যা·····এসব কথা বিশ্বাস কোরোনা!

কমল ॥ স্নেহহীন হ'লেও তিনি আমার পিতা!

দাদা মহাশয় ॥ উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল, স্বার্থপর এই পিতার টানই কি সব টানের চেয়ে প্রবল হ'ল, কমল?

কমল ॥ মাতৃহারা সন্তানের কাছে, পিতার চেয়ে আপনার আর কে হ'তে পারে দাদামশাই?

দাদা মহাশয় ॥ আর পার্‌ছিনে, আনন্দ!···যাক্, কমল তার পিতার কাছেই চ'লে যাক্! তবুও···তবুও সে কথা শুনিয়ে আমি তার সারাটা জীবন দুর্ব্বহ ক'রে দিতে পার্‌ব না। যদি শোনে পাগল হ'য়ে যাবে! সে আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না! আনন্দ! তার চেয়ে কমল চ'লে যাক্, নিভে যাক্ সব আলো,—স্নেহ, মমতা, কর্ত্তব্য সব ফুরিয়ে যাক্! শ্রান্ত, সর্ব্বস্বান্ত এই বৃদ্ধ দীর্ঘ জীবনের গুরু বোঝা ফেলে দিয়ে এইখানকার মাটিতেই মিলিয়ে যাক্!

[কমল দাদা মহাশয়ের কাছে আসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে

কমল ॥ দাদামশাই!

দাদা মহাশয় ॥ যাও দিদি, পিতৃগৃহে যাও! সেখানে গিয়ে সুখে থাক!

পতিত-প্রসন্ন ॥ কমল, বাইরে তোমার জন্যে গাড়ী রেখে এসেছি। চল আজই আমরা দুজনে পশ্চিমে চ'লে যাই!

কমল ॥ দাদামশাই, সত্যিই কি আমায় বিদায় দেবেন?

দাদা মহাশয় ॥ বিদায় দেব! কমল, ষোল বছর তোকে আগলে রেখেছি···আজ আর পারছিনে, কিছুতেই পারছিনে! ক্ষমা কর, তোর এই বৃদ্ধ দাদামশায়ের দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, কমল!

(আনন্দ চোখ মুছিল)

কমল ॥ বিদায় দিতে হবে কেন দাদামশাই? আপনার, আমার আর পিতার এই তিনটি মাত্র প্রাণীর ঠাঁই কি এক যায়গায় হ'তে পারেনা? পিতা আপনার কাছে কি এমন অপরাধ করেছেন যার আর মার্জ্জনা নেই?

দাদা মহাশয় ॥ সে অপরাধের পৈশাচিকতা আমি তোর কাছে প্রকাশ করতে পারবনা কমল! সে প্রশ্ন তুই তুলিসনে দিদি!

কমল ॥ তাহলে কি আমায় বুঝতে হবে দাদামশাই যে, বলবার মত নয় এমন কোনো সামান্য কারণেই আমার পিতার প্রতি আপনি বিমুখ হয়েছেন আর সেই কারণেই আজ আমাকে হয় পিতৃস্নেহ নয় আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে?

দাদা মহাশয় ॥ তোর যা খুসি তাই বোঝ কমল···আমায় আর প্রশ্ন করিসনে! সকল প্রশ্ন, সকল দাবী-দাওয়া আজ শেষ ক'রে দিতে চাই আনন্দ।

অানন্দ ॥ এত কঠোর কেন বন্ধু, এমন নির্ম্মম হৃদয়ে অতীতের জের টেনে কেন চল্‌ছ! মার্জ্জনা কর, জামাতাকে মার্জ্জনা ক'রে কমলের দুঃখ দূর কর।

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ, তুমি ও-কথা বোলোনা। তুমি ত জান কি গুরুতর অপরাধ সে করেছে! তুমি ত জান আমার কি সর্ব্বনাশ সে করেছে!

পতিত-প্রসন্ন ॥ নিমেষের সেই একটি দিনের ভুলের জন্যে কি বার বার আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিনি!

দাদা মহাশয় ॥ কন্যাকে নিতে এসেছ নিয়ে যাও, আর আমি বাধা দেবনা! কিন্তু ভুল ব'লে, নিমেষের ভুল ব'লে তোমার সেই পৈশাচিকতা চাপা দিতে চেওনা!

কমল ॥ কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে! এ রহস্য কে ভেদ ক'রে দেবে, কে সত্য প্রকাশ ক'রে আমায় আজ কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দেবে?

(মমতা ঘর হইতে বাহির হইয়া)

মমতা ॥ আমি দেব কমল।

কমল ॥ (দৌড়াইয়া গিয়া মমতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) বলিনি আপনি আমার মায়ের স্থান অধিকার করেছেন। মা যদি থাক্‌তেন, তিনিও এ সময় চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌তেন না! এঁরা সব পুরুষ, খুব স্নেহশীল হ'লেও নারীর কর্ত্তব্য এঁরা কি ক'রে বুঝ্‌বেন!

পতিত-প্রসন্ন ॥ কমল ওই নারীর দেহ স্পর্শ কোরোনা। ও-দেহ স্পর্শ ক'রে পবিত্র মাতৃনাম উচ্চারণ কোরোনা। ও সমাজের কলঙ্ক, ও সমগ্র নারীর লজ্জা!

মমতা ॥ আমার সে লজ্জার কথা, সে কলঙ্কের কথা আমি নিজেই আজ এঁদের কাছে প্রকাশ ক'রে দিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করব। কিন্তু তার আগে তোমার প্রকৃত পরিচয় তোমার মেয়েকে শুনিয়ে যাব!

পতিত-প্রসন্ন ॥ কিন্তু আমি তোমার টুঁটি চেপে ধরব।

করুণা ॥ কজনার মুখ বন্ধ করবে?

পতিত-প্রসন্ন ॥ করুণা তুই চুপ্ কর্!

দাদা মহাশয় ॥ একি! সবাই এর পরিচিত! আনন্দ?

আনন্দ ॥ আমি তা জানতুম না!

মমতা ॥ (কমলের কাছে গিয়া তাহার একখানি হাত হাতে লইয়া) কমল, তোমার ওই পিতা মানুষ নয়, পিশাচ। তোমার মাতৃহন্তা! ঘরময় রক্ত আর তারই মাঝে তোমার মাতার মৃতদেহ, পাশে তুমি। তোমাদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমার এই পিতা পলায়ন করে। তোমার দাদামশাই তাঁর মৃতা কন্যার আত্মার শান্তি কামনায়, জীবিত তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তায়, তোমার পিতার সেই পৈশাচিক কীর্ত্তির সবখানি আগুন বুকে ক'রে রেখে দেন!

[কমল সোফায় পড়িয়া গেল। পতিত-প্রসন্ন মমতার গলা টিপিয়া ধরিল, করুণা চীৎকার করিয়া উঠিল, কমল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ; আনন্দময় আর করুণা পতিত-প্রসন্নের কবল হইতে মমতাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দাদা মহাশয় কমলকে জড়াইয়া ধরিলেন। মমতা পড়িয়া গেল

আনন্দময় ॥ জল আনো, জল আনো।

[আনন্দময় মমতার মাথা কোলে করিয়া বসিলেন। করুণা জল আনিয়া মমতার মুখে-চোখে দিতেই মমতা অনেকটা সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। পতিত-প্রসন্ন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল

দাদা মহাশয় ॥ আমার কোনো অপরাধ নেই দিদি। আমি এই আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই······

কমল ॥ (দাদা মহাশয়ের বুকে মুখ লুকাইয়া) আমি বুঝেছি, সব বুঝেছি দাদামশাই ! আমায় ক্ষমা করুন !

(দাদা মহাশয় কমলের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন)

মমতা ॥ কমল, এ আঘাত আমায় বাধ্য হ'য়ে করতে হয়েছে। সুধু অতীতের কথা স্মরণ ক'রেই নয়, ভবিষ্যতের কথা ভেবেও তোমার

পিতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়েছে। তোমার প্রতি স্নেহবশত যে তোমার পিতা তোমায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তা নয় কমল। তা যদি হ'ত, তাহলে আমি সে স্নেহ থেকে তোমায় বঞ্চিত করতুম না। তোমাকে নিতে চাইবার পিছনে যে কুমতলব তাঁর রয়েছে, তা আমি জানি···

পতিত-প্রসন্ন ॥ নারি!

মমতা ॥ শোনো কমল, তোমার দাদা মহাশয়ের সম্পত্তির লোভে তোমার পিতা তোমায় নিতে চাইছেন। গোপনে তোমার বিবাহ দেবার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছেন।

পতিত-প্রসন্ন ॥ উঃ! দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম!

দাদা মহাশয় ॥ সে কি!

কমল ॥ পিতা!

পতিত-প্রসন্ন ॥ কন্যা, তুমি আমায় মার্জ্জনা করেছ?

কমল ॥ আপনার আর আমার মাঝে আমার মায়ের রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে! সে রক্ত-সাগর সাঁতরে আমি আপনার কাছে যেতে পারব না। আপনি যান, আর কখনো আমায় নিতে চাইবেন না। দাদা-মশাই, আমার জন্যে আপনি কত সয়েছেন! সারাটা জীবন তুঁষের আগুন বুকে চেপে রেখেছেন!

পতিত-প্রসন্ন ॥ কমল! আমায় যদি না ক্ষমা করতে পার, আমার সঙ্গে যেয়োনা। কিন্তু তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য তো তাতে শেষ হবেনা। তোমার দাদা মহাশয় বৃদ্ধ, মৃত্যু এসে কখন তাঁকে

টেনে নেয় তার ঠিক নেই! তোমার দাদামশায়ের মৃত্যুর পর তোমাকে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আমি ধৈর্য্য ধ'রে ততদিন অপেক্ষা করব। কিন্তু এই নারীকে তোমরা জাননা। ও ভদ্রলোকের গৃহে স্থান পাবার আযোগ্য, ভ্রষ্টা, আমার পাপ-পথের সঙ্গিনী!

[মমতা মাথা নীচু করিয়া রহিল। পতিত-প্রসন্ন তালা খুলিয়া চলিয়া গেল

দাদা মহাশয়॥ মমতা একথা সত্যি?

মমতা॥ সত্যি!

দাদা মহাশয়॥ আনন্দ, তুমি সব জেনে-শুনেও একে আমার বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছ?

আনন্দ॥ আমি তো তোমায় সবই বলতে চেয়েছিলুম।

দাদা মহাশয়॥ আমি তখন ভাবতেও পারিনি যে তুমি জেনে-শুনে একটা কুলটাকে কমলের সঙ্গী ক'রে দেবে?

কমল॥ দাদামশাই!

দাদা মহাশয়॥ চুপ কর কমল!

আনন্দ॥ আমি জানতুম না যে, তোমার জামাতার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ ছিল।

দাদা মহাশয়॥ মমতা, আমার গৃহে তোমার ঠাঁই হ'তে পারেনা।

মমতা ॥ তা আমি বুঝি···আপনি রাখ্‌তে চাইলেও আমি থাক্‌তুম না! আমি এসেছিলুম কমলকে তার পিশাচ পিতার ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর্‌তে। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন আমি নিজেই চ'লে যাব।

[মমতা কমলের ঘরে প্রবেশ করিল

আনন্দ ॥ নিমেষের একটি ভুল কি এতই বড়, বন্ধু, যে কখনো তা মার্জ্জনা করা যায় না?

দাদা মহাশয় ॥ নিমেষের ভুল নয় আনন্দ, মমতার ব্যভিচার নিমেষের ভুল নয়! ওই দুষ্প্রবৃত্তিই তার সত্যিকার জিনিষ!

আনন্দ ॥ কিন্তু তারপর, সেই একবারের ভুলের পর সে তার চিত্ত কেমন ক'রে শুদ্ধ করেছে, কত বড় উদারতা, কতখানি মহত্ব সে অর্জ্জন করেছে, তার পরিচয় তো তুমি পেয়েছ বন্ধু!

দাদা মহাশয় ॥ ও-চিত্তশুদ্ধির ও-উদারতার মহত্ত্বের কোনো মূল্য নেই আনন্দ! ও-সব ওর মনের খেয়াল। কোথায় একটা আঘাত পেয়েছে আর সেই আঘাতের বেদনা ভুলে থাক্‌বার জন্যে মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলোর নকল ক'রে যাচ্ছে।

আনন্দ ॥ একবার যে ভুল করবে, সারাটা জীবন কি তার জন্যে তাকে দগ্ধে দগ্ধে মর্‌তে হবে!

দাদা মহাশয় ॥ তাইতো হয় আনন্দ! আগুনে হাত দিলে হাত

পোড়ে, সাপকে বুকে নিলে সে দংশন করে। বুদ্ধিমান মানুষ তাইত আগুনে হাত দেয় না, সাপকে বুকে নেয় না।......মমতা তার স্বামীর কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হয়েছে তাকে কে বিশ্বাস কর্‌তে পারে ?

আনন্দ॥ তুমিই না একদিন বলেছিলে যে পুরুষ নারীর মিলন তুমি চাও, কিন্তু বিবাহ চাও না। অথচ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করেছে ব'লেই মমতাকে তুমি মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌ছ না।

দাদা মহাশয়॥ আজও আমি সেই কথাই বলি। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেছে ব'লেই মমতার প্রতি আমি বিরূপ নই। মমতা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে, সেই-ই তার অপরাধ।

[মমতা আর করুণা আবার হলঘরে প্রবেশ করিল। সকলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

মমতা॥ কমল, বিদায় দাও !

(কমল তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল)

আমায় কোনো অনুরোধ কোরোনা কমল, পতিতার যদি আশীর্ব্বাদ কর্‌বার অধিকার থাকে তাহলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি সুখী হও।

[দাদা মহাশয় আসিয়া কমলকে সরাইয়া লইলেন। মমতা দাদা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া

মমতা ॥ কমলকে কলুষিত করতে আসিনি, এসেছিলুম তাকে রক্ষা করতে। এই কথাটাই সুধু আপনি বিশ্বাস করবেন।

দাদা মহাশয় ॥ আশীর্ব্বাদ করি শান্তি লাভ কর।

মমতা ॥ (আনন্দময়কে প্রণাম করিয়া) আপনি আমায় পাঁক থেকে টেনে তুলেছিলেন। আপনার দয়া আমি ভুলতে পারবনা। বিদায় দিন।

আনন্দময় ॥ আমার কাছে কেন বিদায় চাইছ? এই বুড়ো বয়সে মা ছেড়ে তো আমি থাকতে পারব না। সংসার তোমাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে; কিন্তু সন্তানের কাছে মা তো অপ্রয়োজনীয় নয়!

দাদা মহাশয় ॥ আনন্দ!

আনন্দ ॥ জানি বন্ধু, তুমি কি বলতে চাও! তোমার বন্ধুত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু আমার এই মায়ের প্রতি আমার কর্ত্তব্যও রয়েছে। আর সেই কর্ত্তব্য পালন করতে যদি তোমার বন্ধুত্ব আমায় হারাতে হয়, সে আঘাতও যদি সইতে হয়, আমি তা সইব, হাঁসিমুখেই সইব! সংসারে তোমার কমল আছে; কিন্তু এই মা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই! এস মা।

[আনন্দময় মমতার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল, করুণাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহারা ঘরের বাহিরে গেলে কমল ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দাদা মহাশয় উত্তেজিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কমল আসিয়া সোফায় বসিল। দাদা মহাশয় চেয়ারে বসিলেন। দুজনে, দুজনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন

দাদা মহাশয় ॥ কমল, তোর পিতাকে মার্জ্জনা কর্‌তে পারিস্‌ ?

কমল ॥ সে কি দাদামশাই !

দাদা মহাশয় ॥ চেষ্টা কর্‌, চেষ্টা কর্‌। তাকে মার্জ্জনা ক'রে তুই তার কাছে চ'লে যা !······আমি তোর পিতার হাতেই তোর সম্পত্তির ভার দেব !······আনন্দ চ'লে গেল, এবার তুইও যা ! একা আমি চির-বিস্মৃতির মাঝে ডুবে যাই।

[কমল উঠিয়া দাদা মহাশয়ের কাছে গিয়া তাহার পিঠের উপর ভর দিয়া কাঁধে মাথা রাখিল

কমল ॥ দাদা মহাশয়, আপনার পাইপটা এনে দেব ?

(দাদা মহাশয় কমলকে কাছে টানিয়া, মস্তক চুম্বন করিয়া)

দাদা মহাশয় ॥ কমল, দিদি, সর্ব্বস্ব আমার !

যবনিকা

মনোমোহন থিয়েটার

উদ্বোধন রজনীর অভিনেতৃবর্গ

অধ্যক্ষ	...	নাট্যাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
দাদা মহাশয়	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
পতিত-প্রসন্ন	...	শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
আনন্দ	...	শ্রীগণেশচন্দ্র গোস্বামী
পূরবী	...	শ্রীমতী ইন্দুবালা
কমল	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
মমতা	...	শ্রীমতী সরযুবালা
করুণা	...	শ্রীমতী আশালতা
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার